এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

কলকাতা ৯ মে ২০২৬ ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.05.2026, Vol.19, Issue No. 326, 8 Pages, Price 3.00

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
বিকশিত ভারত

বহুবলধারিণীং
নমামি তরিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্
বন্দে মাতরম্

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য,
উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত...

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

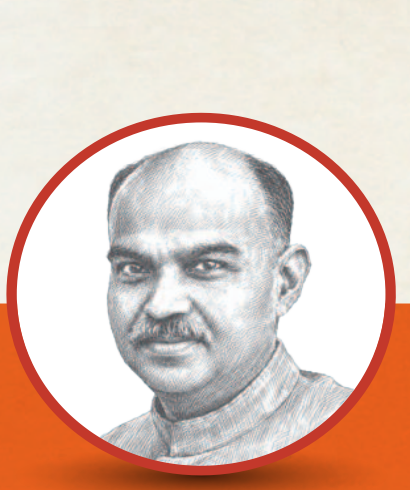

আমরা উন্নতি করব।
আমরা এক হব। আমরা
এমন দেশে থাকব যার ভাগ্য
কেবল তার সন্তানদের
হাতে থাকবে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য জন্মজয়ন্তীতে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

গৌরবময় উপস্থিতিতে

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকারের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

তারিখ: ২৫শে বৈশাখ, ১৪৩৩ (৯ই মে ২০২৬), শনিবার

স্থান: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড | সময়: সকাল ১১:০০ ঘটিকায়

উক্ত ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে আপনাদের সকলের সনির্বন্ধ উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ICA-D673(35)/2026

MGH
MODERN GUINEA HOUSE
1954
PVT. LTD.

মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ

নতুন তুমি প্রতিক্ষণে

Bureau of Indian Standards
CERTIFIED
HALLMARKED JEWELLERY

All our product are HUID HALLMARKED

elanadvertising@gmail.com

SREMON JEWELLERS

২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২।
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩, ০৩৩ ৪০০৬ ৫৮৪৪

www.mghjewellers.com hello@mghjewellers.com Follow us on : @mghjewellers

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বিজয়কে সমর্থন করায় 'হাত' ছাড়ল ডিএমকে

সোমনাথ মন্দির সভ্যতার এক অপরাজেয় সংকল্পের প্রতীক: প্রধানমন্ত্রী ৭

কলকাতা ৯ মে ২০২৬ ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.05.2026, Vol.19, Issue No. 326, 8 Pages, Price 3.00

রবির আলোয় স্বপ্নপূরণের শপথ

ইতিহাসের ব্রিগেডে আজ চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ। থাকবেন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ-সহ আরও অনেক ভিভিআইপি। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে শহর। তাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। শুধু যান নিয়ন্ত্রণই নয়, নিরাপত্তার ঘেরাটোপও আরও জোরদার করা হয়েছে।

ব্রিগেডে বসানো হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডোরফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর ও পুলিশকর্মীদের হাতে থাকবে হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর। ড্রোনের পাশাপাশি ওই চত্বরে একাধিক বহুতলের ছাদ থেকে বাইনোকুলার নিয়ে চলবে ব্রিগেডের উপর কড়া নজরদারি। পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভির ক্যামেরা বসানো হবে ব্রিগেডের বিভিন্ন জায়গায়। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সকাল থেকে মঞ্চে বাজবে রবীন্দ্র সংগীত। ব্রিগেডের প্রবেশপথ সেজে উঠছে বাংলার সংস্কৃতিতে। ব্রিগেড প্যারেডে তিনটি অংশ থাকছে হ্যাঙারে। মাঝের হ্যাঙারে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল। শপথের পর সই করার জন্য থাকছে রাইটিং ডেস্ক। বাঁদিকের অংশে থাকছে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মঞ্চ। এখানেই অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বসার ব্যবস্থা। ডানদিকে রাজ্য মন্ত্রিসভার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি দুটি হ্যাঙারে আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার ব্যবস্থা। ঝালমুড়ি ও রসগোল্লার স্টলও রাখা হচ্ছে।

আজ ব্রিগেডের নিরাপত্তায় থাকছে প্রায় চার হাজার পুলিশ। পুরো ব্রিগেডকে ভাগ করা হয়েছে ৩০টি সেক্টরে। প্রত্যেকটি সেক্টরের দায়িত্বে থাকছেন একজন করে ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশকর্তা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন একাধিক ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর, এএসআই ও কয়েকজন করে কনস্টেবল। এছাড়াও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করা হতে পারে ব্রিগেডে। পুরো ব্রিগেডের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশকর্তারা। হেলিকপ্টার ওঠানামার জন্য হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে এসপ্ল্যানেড, কেপি রোড, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ এবং কুইনস্ ওয়ে। এদিন ভোর ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মালবাহী গাড়ি চলাচলও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রয়েছে , ওষুধপত্র, অক্সিজেন, শাকসবজি, মাছ, ফল, দুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় গাড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। আবার এলপিজি সিলিন্ডারবাহী মালগাড়ি, সিএনজি, পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রেও থাকবে ছাড়পত্র।

কলকাতার বেশ কয়েকটি রাস্তায় পার্কিংয়ের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশের রাস্তা এজেসি বোস রোডের কিছু অংশ থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, ক্যাথিড্রাল রোড, খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, কুইনস্ ওয়ে, লাভার্স লেনের পাশে গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। এছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে।

সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে লোকভবনে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতৃত্বের।

কুর্সির অধিকারী শুভেন্দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এক সঙ্গে কাজ করবে। সেই কাজের মাধ্যমে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নপূরণ। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্র হবে 'চরৈবেতি'। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সংস্কৃত এই শব্দবন্ধের অর্থ হল 'এগিয়ে চলো'। শুভেন্দু জানালেন, স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্ত্র নিয়েই তিনি এগিয়ে যেতে চান। চলতি নির্বাচনে বাংলার ৪৬ শতাংশ মানুষ বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে। পরের নির্বাচনে ৬০ শতাংশ মানুষকে পাশে আনতে হবে। এটাও তাঁর সঙ্কল্প বলে জানালেন শুভেন্দু। সেই সঙ্গে চার্জশিট প্রকাশ করে যে সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তা-ও পূরণ করবেন তিনি। আর এই কাজের ক্ষেত্রে তিনি 'আমি নয়' বারবার জোর দিয়েছেন 'আমরায়'। জানিয়েছেন, সকলকে পাশে নিয়েই এগিয়ে যাবেন তিনি।

মোদীজি যে গ্যারান্টি দিয়েছেন, তা পূরণ করার কাজ বিজেপি সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে বিজেপি সরকার কাজ করবে। একটাই মন্ত্র হবে, স্বামীজির মন্ত্র, চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি।

- শুভেন্দু অধিকারী

শুক্রবার বিজেপির ২০৭ জন জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে নিউ টাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বৈঠক করে শুভেন্দুকেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা বেছে নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম ভাষণে শুভেন্দু মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে একে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। তাঁর কথায়, 'মোদীজি যে গ্যারান্টি দিয়েছেন, তা পূরণ করার কাজ বিজেপি সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে বিজেপি সরকার করবে। কথা কম কাজ বেশি বিজেপি সরকার করবে।'

শনিবার ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শপথ। তার আগে দলের দীর্ঘ লড়াইয়ের খতিয়ান তুলে ধরেন শুভেন্দু। বলেন, 'এত বছর ধরে যা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সব পূরণ করবে এই সরকার। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের নেতৃত্বে উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘুরবে।'

জেলে বসে চন্দ্রনাথকে খুনের ছক?

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্যমগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যা কোনও পাড়ার মস্তানের কাজ নয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, ভিনরাজ্যের ভাড়াটে ঘাতক দিয়ে সাজানো হয়েছিল গোটা ছক। কালো ফিল্মে ঢাকা গাড়ির বাইরে থেকে ভিতরের অবস্থান বোঝা প্রায় অসম্ভব। অথচ ঠিক যে জানলায় চন্দ্রনাথ বসে ছিলেন, সেখানেই দশ রাউন্ড গুলি চলে। এলোপাথাড়ি নয়, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে গাড়ির কাচে নল ঠেকিয়ে নিশানা করা হয়েছিল। তিনটি গুলি ফুঁড়ে দিয়েছিল হৃদপিণ্ড।

এই নিখুঁত দক্ষতাই ভাবাচ্ছে লালবাজার ও ভবানী ভবনকে। গোয়েন্দাদের অনুমান, মাস দেড়েক আগে সংশোধনাগারের অন্ধকার কুঠুরিতেই বোনা হয়েছিল ব্লুপ্রিন্ট। তাই আতশকাচের তলায় এখন রাজ্য ও বাইরের জেলের সাজাপ্রাপ্ত পেশাদার খুনিরা। বাজেয়াপ্ত গাড়িতে একটিও আঙুলের ছাপ মেলেনি। অভিজ্ঞ পুলিশকর্তারা বলছেন, হাতে দস্তানা পরেই নেমেছিল হামলাকারীরা। পেশাদারিত্বের ছাপ এখানেই স্পষ্ট। গাড়িতে চালক ছাড়াও ছিলেন আর এক অতিরিক্ত চালক। তিনিই রক্তাক্ত সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর বয়ানই এখন তদন্তের মূল চাবি।

এদিকে, গুলিবিদ্ধ গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা এখনও শঙ্কামুক্ত নন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন তিনি। চিকিৎসক দল জানাচ্ছে, ৭২ ঘণ্টা না পেরোলে বিপদ কেটেছে বলা যাবে না। তবু স্থিতিশীল আছেন বুদ্ধদেব। তদন্তকারীদের কাছে এখন তিনিই একমাত্র জীবিত সাক্ষী। মধ্যমগ্রাম হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পরেই চিকিৎসকদের বলেছিলেন, 'আমাকে দ্রুত সুস্থ করুন, সব কথা বলব।' সেই বয়ানই এখন তদন্তের ভরসা।

এদিকে তদন্তে গতি আনতে ভোটের আগে বদলি হওয়া মধ্যমগ্রাম থানার প্রাক্তন আইসি সতীনাথ চট্টরাজকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ঘটনার দু'দিন পরেও আততায়ী অধরা। এলাকার বহু নজরদারি ক্যামেরা অকেজো। দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত নিসান মাইক্রা গাড়িতে মেলেনি কোনও আঙুলের ছাপ। হাতে দস্তানা পরে ছিল কি হামলাকারীরা? সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে তদন্তকারীদের মাথায়।

এদিকে, তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, মুঠোফোনের একটি গোষ্ঠী। সেখানেই মুহূর্তে মুহূর্তে আসত চন্দ্রনাথ রথের অবস্থান। শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে খুনের ছক কষা হয়েছিল বারাসাতের ১১ নম্বর রেলগেটে বসে। তদন্ত বলছে, এটি আনাড়ি অপরাধ নয়। পিছনে অন্তত সাত-আট জনের পেশাদার চক্র রয়েছে। চন্দ্রনাথের গতিবিধি, গাড়ির হাল, সব আপডেট সেখানেই ছিল। ডিজিটাল এই ছাপ ধরেই মূল চক্রীদের খুঁজছে লালবাজার ও সিআইডি। নিসান মাইক্রা গাড়িটি খুনের গোটা দিন দাঁড়িয়ে ছিল রেলগেটের কাছেই। দ্বিতীয় বাইকটিও উদ্ধার হয়েছে এই এলাকা থেকে। প্রথম বাইক মিলেছিল এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেটে। গোয়েন্দারা নিশ্চিত, বারাসাতকেই অস্থায়ী আস্তানা বানিয়ে চূড়ান্ত নকশা সাজিয়েছিল হামলাকারীরা।

নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মানুষের বিশ্বাস যেন না ভাঙে, বার্তা শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার থেকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে শাহ একদিকে যেমন বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তেমনই দলের নেতাদের উদ্দেশে দায়িত্ব ও সংযমের বার্তাও দিয়েছেন।

শাহ বলেন, 'মমতাজির শাসনে এখানে ভয়ের আবহ তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যেও আমাদের নেতাদের উপর ভরসা রেখে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে যে বিজয় উপহার দিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের কোটি কোটি ধন্যবাদ।' একই সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'জনতা আপনাদের উপর যে আশা রেখেছে, তা পূরণ করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বাস যেন ভঙ্গ না হয়। বাংলার মানুষকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠটুকু উজাড় করে দিতে হবে।'

ভবানীপুরে শুভেন্দুর জয় নিয়েও উচ্ছ্বসিত ছিলেন শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের কেন্দ্রেই হারানোর রাজনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আগে নন্দীগ্রামে হারার পর দিদি বলতেন শুভেন্দু ওঁর এলাকায় লড়েছেন। এ বার তো দিদিকে দিদির এলাকাতেই হারিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু।' ভবানীপুরের ভোটারদের উদ্দেশেও বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ক্ষমতায় আসাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলেও বর্ণনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিজেপির সরকার হল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমিতে তাঁর আদর্শের অনুসারী সরকার গঠন করা গেল।' শাহ দাবি করেন, বাংলায় বিজেপির এই জয় শুধু রাজনৈতিক নয়, আদর্শগত জয়ও।

বাংলায় বিজেপির উত্থানের ইতিহাসও তুলে ধরেন শাহ। তিনি বলেন, '২০১৪ সালে উপনির্বাচনে জিতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির খাতা খুলেছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। ২০১৬ সালে আমরা তিনটি আসন পাই। ২০২১ সালে তা বেড়ে হয় ৭৭। আর ২০২৬ সালে ২০৭টি আসন নিয়ে আমরা ক্ষমতায় এলাম।' একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, এই জয়ের পিছনে ৩২১ জন বিজেপি কর্মীর আত্মবলিদান রয়েছে। নির্বাচনে হিংসা নিয়েও তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন শাহ। তাঁর অভিযোগ, 'কেরল আর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের আর কোথাও এত রাজনৈতিক হিংসা দেখিনি।' নিহত বিজেপি কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি।

জেলার জয়যাত্রা, বাড়ল পাশের হার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল ২০২৬-এর মাধ্যমিকের ফলাফল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮৪ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ হল মাধ্যমিকের। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার প্রথম দশের মেধা তালিকায় মোট ১৩১ পড়ুয়া। এবার প্রথমস্থান দখল করেছে উত্তর দিনাজপুরের সারদা বিদ্যামন্দিরের অভিরূপ ভদ্র। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সিউড়ির প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনজন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌর জানা, পূর্ব মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ শিক্ষা মন্দিরের ছাত্র অঙ্কন কুমার জানা ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র মৈনাক মণ্ডল। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৫।

এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার সামান্য বেড়েছে। গত বছর পাশের হার ছিল ৮৬.৫৬ শতাংশ। এবছর পাশের হার ৮৬.৮৩ শতাংশ। পাশের হারে প্রথম কালিম্পং। পাশের হার ৯৫.১ শতাংশ। দ্বিতীয়ে পূর্ব মেদিনীপুর। ৯৪.৮২ শতাংশ পাশের হার। তৃতীয় কলকাতা। পাশের হার ৯২.৩১ শতাংশ। চতুর্থ পশ্চিম মেদিনীপুর। পাশের হার ৯১.৪০। ১৯ টি জেলা থেকে প্রথম দশে জায়গা পেয়েছেন ১৩১ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ১০৩ জন ছাত্র ও ২৮ জন ছাত্রী।

মেধাতালিকায় রয়েছেন, উত্তর দিনাজপুর- ১৪ জন,বীরভূম- ৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ১১, পূর্ব মেদিনীপুর- ২৩, বাঁকুড়া- ১৪, নদিয়া- ৩, আলিপুরদুয়ার- ২,দক্ষিণ দিনাজপুর- ৩, উত্তর দিনাজপুর- ৮, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৩, পূর্ব বর্ধমান- ৫, হুগলি- ৯, কোচবিহার- ৭, পুরুলিয়া- ৯, মালদহ- ৫, মুর্শিদাবাদ-৩, হাওড়া- ৪, পশ্চিম মেদিনীপুর- ১, জলপাইগুড়ি- ১। ৯০-১০০ শতাংশ পেয়েছে ১.৪৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী। ৮০-৯০ শতাংশ পেয়েছে ২.৮৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী। ৭০-৮০ শতাংশ পেয়েছে ৯.৬৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী। ৫০ শতাংশের নীচে নম্বর পেয়েছেন ৪ লক্ষের বেশি পড়ুয়া।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হয় গত ১২ ফেব্রুয়ারি। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় প্রায় ৯ লক্ষ ৭১ হাজার পরীক্ষার্থী। ২ হাজার ৬৮২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৪ হাজারের বেশি। আর ছাত্রীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৬ হাজারের বেশি।

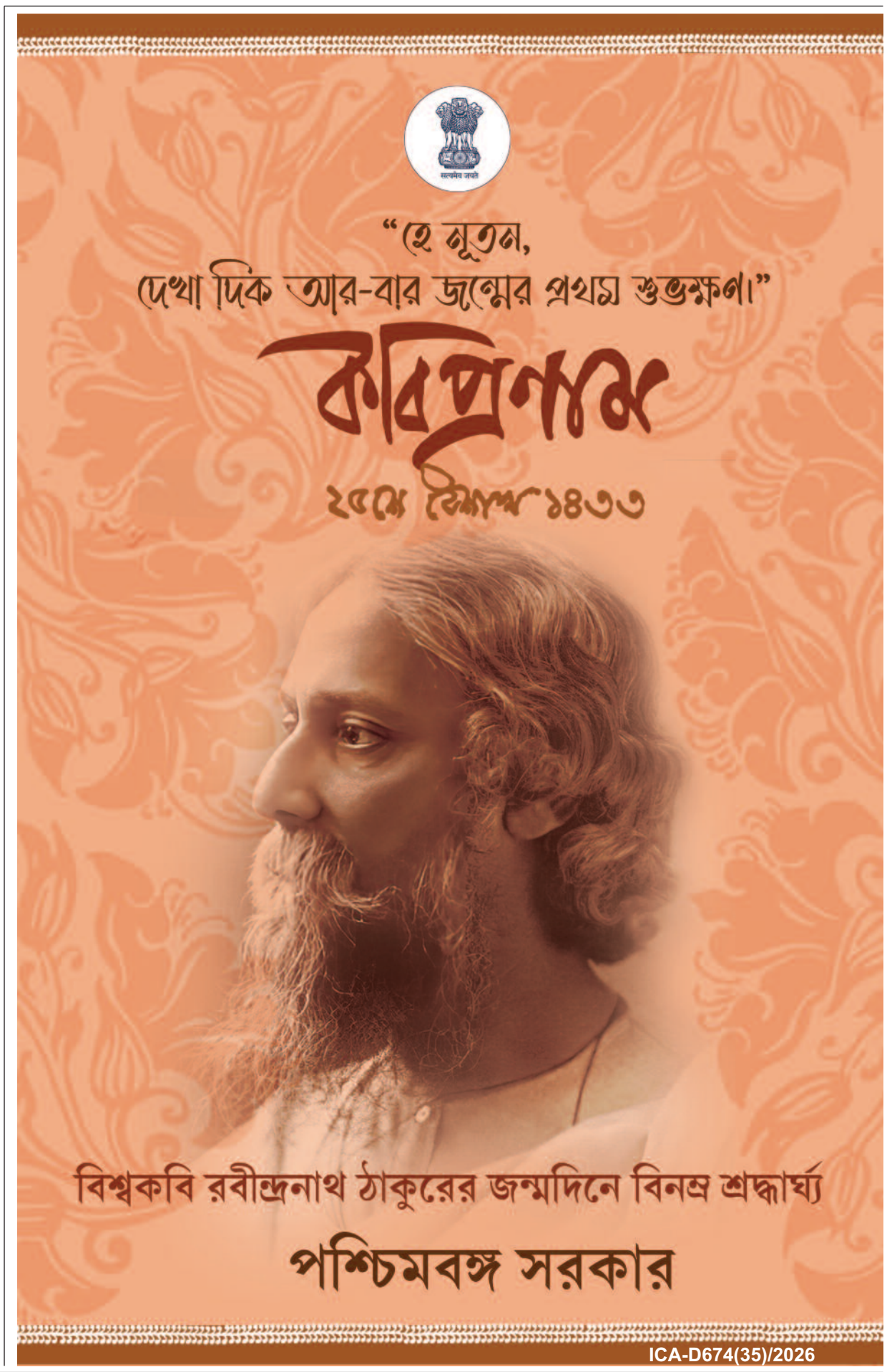

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **ANUBHA SARAOGI** W/O Aditya Saraogi resident of Merlin 5th Avenue, Tower- 4, Flat- 18B, Mahisbathan, Salt Lake City, Dist. : North 24 Parganas, PIN-700102, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as ANUBHA TAPARIA as declared vide affidavit no. 75 before the Notary Public at Bidhannagar, Dist. - North 24 Parganas dated 7.5.2026. ANUBHA TAPARIA and ANUBHA SARAOGI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SANWAR JALAN S/o, BAJRANGLAL JALAN, resident of Rupali Apartment, 48, 10 Jessore Road, Tulsidham, Housing Complex, Bangur, Jessore Road, Kolkata, West Bengal-700055 do hereby declare that I have Changed my name from SANWAR JALAN To SANWARMAL JALAN and henceforth I shall be know as SANWARMAL JALAN in all purpose, vide affidavit no-SI No.-02 Date-06/05/26 sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/05/2026 SANWARMAL JALAN and SANWAR JALAN both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Arnav Agarwal** S/O Rabindra Agarwal residing at 530, S. N. Roy Road, New Alipore, Kolkata- 700038 have changed my name and shall henceforth be known as Arnav Agrawal as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06.05.2026. Arnav Agarwal and Arnav Agrawal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tiyasa Patra W/o Pinaki Patra residing at 29A, Green Park, Belgharia, North 24 Parganas, West Bengal, Pin-700056, presently residing at Flat A, 1st Floor, 24, New Panchanantala, Belghoria, Kolkata-700056 do hereby declare that I have changed my name in my daughter's birth certificate issued by Kamarhati Municipality on 23.02.2012 & shall henceforth be known as Tiyasa Chatterjee in all purpose as declared before the Ld. Judicial Magistrate, First Class at Barrackpore dated 16.04.2026. Tiyasa Patra & Tiyasa Chatterjee both are same & identical person.

CHANGE OF NAME

I, Satish Kumar Taparia, s/o Brijmohan Taparia r/o DL-153, Salt Lake City sector II Tank no. 10, Bidhannagar - 70009, West Bengal do hereby declare that my name is wrongly recorded as Satish Taparia instead of Satish Kumar Taparia in my daughter's Passport No. V2533184 but my name is correctly recorded as Satish Kumar Taparia in my Aadhar Card no. 9782 7691 2644 as declared before Howrah Court (WB) vide affidavit no. K/May/199/26 Dated 08.05.2026. Satish Kumar Taparia and Satish Taparia both are same and identical person.

Change of name

I Smt. Beauty Paul D/O- Shri Anil Paul resident of A-10/8, Kalyani, P.O + P.S- Kalyani, Dist- Nadia do hereby declare that I have changed my daughter's name from Shanaya Bardhan to Shanaya Paul and henceforth she shall be known as Shanaya Paul in all purpose, vide affidavit no. 74 (93AB 925704) sworn before the A.C.J.M 2nd court at Kalyani, Nadia on 16/03/24. Shanaya Paul and Shanaya Bardhan both are same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই মে । ২৫ শে বৈশাখ। শনি বার । সপ্তমী তিথী । জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস।
দেশনায়ক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
পুন্যতরা গঙ্গা স্নান।)

নাম-পদবী

আমি মৃদুল রহমান ৩১/৩/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা- Tachher Ali Shaikh ও Tachher Ali উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

Change of name

I Smt. Beauty Paul D/O- Shri Anil Paul resident of A-10/8, Kalyani, P.O + P.S- Kalyani, Dist- Nadia do hereby declare that I have changed my son's name from Siddhanth Bardhan to Siddhanth Paul and henceforth he shall be known as Siddhanth Paul in all purpose, vide affidavit no. 74 (93AB 925704) sworn before the A.C.J.M 2nd court at Kalyani, Nadia on 16/03/24. Siddhanth Paul and Siddhanth Bardhan both are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রীমতী দিপালী বসু স্বামী- শ্রী অসীম কুমার বসু, সাবেক সাং-উদয়দাসপুর, ঘোষপাড়া, পোঃ+ থানা-মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, হাল সাং-৩/১ বি, রবীন্দ্রপল্লী ২য় লেন, পোঃ-নোনা চন্দনপুকুর, থানা- টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা -৭০০১২২ । ২) শ্রীমতী শিখা বসু স্বামী-শ্রী অমর কৃষ্ণ বসু, সাং- ৩/১ বি, রবীন্দ্রপল্লী ২য় লেন, পোঃ- নোনা চন্দনপুকুর, থানা- টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা - ৭৪১২২ । ৩) শ্রীমতী স্বপ্না বসু স্বামী- কৃষ্ণ প্রসাদ বসু, সাং- বারাকপুর ওল্ড চেক পোস্ট, ৬য় লেন, পোঃ- নোনা চন্দনপুকুর, থানা- টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭৪১২২, পক্ষে বিগত 28/07/2014 তারিখে IV-00620/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, শ্রীমতী রীনা ঘোষ স্বামী-পার্থ ঘোষ, সাং-পোঃ+গ্রাম- শিব নারায়নপুর, থানা-ধানতলা, জেলা-নদীয়া।

তপশীল

মৌজা- ৪৯ নং আড়ংঘাটা, নারায়নপুর, জে. এল ৪৯ নং আড়ংঘাটা নারায়নপুর, প্লট নং ১২৬৯/৪৮১৯ তৌজি নং ৩৩৭, আর.এস নং ২৬৯৬, খতিয়ান আর .এস নং ১২৬৯, খতিয়ান এল. আর নং ১৪৮৭০, ১৪৮৬৯, ১৪৮৭১ পরিমাণ ১৩ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট-II B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীমতি পম্পা দাস, স্বামী - শ্রী দিলীপ কুমার দাস, A.D.S.R. কদম্বগাছি রেজিস্ট্রি অফিসের ইং ০৪/১১/০৪ তাং I-1791 নং দলীল বলে ১. শ্রীমতি মালতি বিশ্বাস, স্বামী - শ্রী কালীপদ বিশ্বাস ও ২. শ্রীমতি সারথী ঘোষ, স্বামী - শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, J.L. No. 88, কাশিমপুর মৌজা রেঃ সাঃ ২৯৪, ১৪৬ নং হাল, ১২ নং তৌজির R.S. ১১৮৫ L.R. ৮৫২ এর ১৭৭৭, ১৭৭৮, ২১৬৫, ১৭৭৯, ২১৬৫/২৫৮৩ এর মোট ৫০ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৮/১০/২০০৪ তাং ৭৬১ নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হয় ১. শ্রী তন্ময় ব্যানার্জি, পিতা- শ্রী নিতাই ব্যানার্জি, ২. শ্রী নির্ম্মল ঘোষ, পিতা- শ্রী গোপাল ঘোষ, উক্ত আমমোক্তারদ্বয় হইতে ক্রয় করেন,উক্ত দাগের সম্পত্তি তে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বারাসাত - ১ B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় পরবর্তীতে আপত্তি করলে সর্বত্র অগ্রাহ্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **মন্ডল হেমব্রম** পিতা মাঝি হেমব্রম, সাকিম আসাম রোড, হাতিমারা, চক বাঁশবেড়িয়া (সিটি), বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী- ৭১২৫০২, মহাশয় তাহার উত্তরাধিকার/ওয়ারিশান ও খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহার তপশীল জেলা হুগলী, থানা মগরা এর সামীল, ৫২ নং জে. এল. ভুক্ত, চক বাঁশবেড়িয়া মৌজায় অবস্থিত, হাল এল.আর. ২৩০ ও ৩৪৫ নং খতিয়ানে, এল.আর. ৬৬৯ নং দাগে শালি জমি, ২৮ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ বা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকিলে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত (ফোন নং- ৯১২৩৭৪০৮৬০) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হইলে, তাহা পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভবিষ্যতে কোনো আপত্তি বা দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি, **শ্রী বিশ্বনাথ মণ্ডল** (পিতা: স্বর্গীয় স্নেহাংশু শেখর মণ্ডল, স্থায়ী ঠিকানা: ১৭২, পশ্চিম বালাগড়, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা: চুঁচুড়া, জেলা: হুগলী, পিন- ৭১২১০৪), গত ২৪.০৪.২০২৬ তারিখে প্রায় দুপুর ১টার সময় চুঁচুড়া স্টেশন রোডস্থ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (পল্লীশ্রী, খাদিনার মোড়)-এ ব্যাঙ্কিং কাজ করতে গিয়া আমার একটি ব্যাগ হারাইয়াছি। উক্ত ব্যাগে ১৯৫৯ সালের আসল বিক্রয় কোবালা **দলিল নং-০২৮২৯ শাখিচরণ মণ্ডলের নামে** হুগলি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধিত, যাহা আমার **২০২৫ সালের গিফট ডিড নং-০৫৬৮৯**-এর মূল দলিলের পিঠ দলিল বা মাদার ডিড। উক্ত আসল বিক্রয় কোবালা **দলিল নং-০২৮২৯/১৯৫৯** কোনও ব্যক্তিগত বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে বন্ধকীভুক্ত নহে। এই ঘটনায় আমি **চুঁচুড়া থানায়** একটি **সাধারণ ডায়েরি (জিডি)** দায়ের করিয়াছি, যাহার নং হলো **১৭৮৬, তারিখ ৩০/০৪/২৬**। উক্ত বিষয়ে সম্পর্কিত কোনও দাবি, স্বত্ব, অধিকার বা আপত্তি যাহার আছে, তাহাকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রমাণপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জ্ঞাত করিতে হইবে; এই নির্দিষ্ট সময়ান্তে কোনও দাবি আর গ্রাহ্য করা হইবে না।

যোগাযোগ: শ্রী বিশ্বনাথ মণ্ডল
মোবাইল:+৯১ ৭০০৩৭ ৮৮৫৩৫

ঘোষণাপত্র

আমি শ্রী দীনেশ গারোদিয়া, পিতা সুরেশ গারোদিয়া, গ্রাম কুলটি কলেজ মোড়, কুলটি, জামগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৪৩, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, ২০২৪ সালের ৩৫৮২ তারিখের মূল বিক্রয় দলিল, ১৯৮৯ সালের ২৪১৮ তারিখের মূল বিক্রয় দলিল, ১৯৯৩ সালের ৩৫২৫ তারিখের মূল বিনিময় দলিল এবং ১৯৮৯ সালের ২৪১৭ তারিখের মূল বিক্রয় দলিল ০৯.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের ৩এ, গুরুসদয় রোড, ইউনিওয়ার্থ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৯-এ অবস্থিত একটি শাখা থেকে হারিয়ে গেছে এবং ফলস্বরূপ, ১৬.০৪.২০২৬ তারিখের জিডিই নং ১৪০৪-এর মাধ্যমে কারায়া থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডিই) নথিভুক্ত করা হয়েছে।

অতএব, উক্ত দলিল বা তার কোনো অংশের বিরুদ্ধে বা এর বিষয়ে যে কোনো ধরনের অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ অথবা যে কোনও প্রকারের দাবি, চাহিদা বা আপত্তি আছে এমন যে কোনও ব্যক্তিকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তিনি যেন এই তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সহায়ক সপক্ষে নথিপত্রসহ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করে অধঃস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করেন। অন্যথায়, এই প্রকার কোনও দাবি, চাহিদা, আপত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করা হবে না এবং উক্ত সম্পত্তি সকল প্রকার দায়মুক্ত বলে গণ্য হবে এবং উক্ত মালিক যে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যে কোনও উপায়ে তা হস্তান্তর, দায়বদ্ধ, বন্ধক বা হস্তান্তর করতে স্বাধীন থাকবেন।

উক্ত দলিল উপর দাবিদার যে কোনও ব্যক্তি অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন: ৯০৬৪০৯৯৬৫৬
অমিত কারেশিয়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমি, সুমন্ত বিট, অ্যাডভোকেট, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমার জনৈক মক্কেল মূল হস্তান্তর দলিল নং ১৯০৪০১৫৫৭-২০২১, রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ -৪ কলকাতা সমীপে হারিয়ে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট হারিয়ে ফেলার বিষয়টি হেয়ার স্ট্রিট থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ২৫৫৪ তারিখ ২৭.০৪.২০২৬ দাখিল করা হয়েছে। উক্ত মূল দলিল কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিয়ে বাধিত করিবেন।

সুমন্ত বিট, অ্যাডভোকেট
৭, হেয়ার স্ট্রিট, মল্লিক হাউস,
৪র্থতল, কলকাতা- ৭০০০০১
মো : ৭০০৩৯ ৯০৫৬৭

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রীমতী চন্দনা মল্লিক (মন্ডল)**, ৭/৩ এ রাধানাথ মল্লিক লেন, বউবাজার, পোষ্ট ও থানা-বউবাজার, কলিকাতা-৭০০০১২ এবং **শ্রীমতী কেয়া রায়** সাং ও পোষ্ট-বীরসিংহ, থানা-ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছেন। বিগত ইং-০৯/০৬/২০২৫ তারিখে চন্দ্রকোনা এ.ডি.এস.আর অফিসে ৩৮৪১/২৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত ঝাড়ুল সাকিমের রঞ্জিত কুমার মল্লিক এর পুত্র **দেবদাস মল্লিক** মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে আমমোক্তার গ্রহীতা **দেবদাস মল্লিক**, দিগর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, থানা-চন্দ্রকোনা মৌজা ঝাঁকরা, জে.এল.নং-২৩৫ এর সাবেক ও হাল ২৩২২/৩৮৯৯ ও ২৩০৯ দাগে মোট ৮.১৩৮ শতক সম্পত্তি চন্দ্রকোনা এ.ডি.এস.আর অফিসে বিগত ইং-০২.০৯.২০২৫ তারিখে সম্পাদিত এবং ১৬.০৯.২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৩৯১/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ঝাঁকরা সাকিমের **মান্তু কারক** পিতা মৃত সুদর্শন কারক কে বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত আমমোক্তারনামা ও বিক্রয় কোবালা দলিলের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী অফিস এবং বিএল.আর.ও চন্দ্রকোনা-২ অফিসে আইনত বৈধ প্রামান্য নথি সহ অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Amit Kumar Das (Advocate)
Judge's Court, Paschim Medinipur
Enrolment No.-F/298/183 of 2009

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাধ্যমিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের জয়জয়কার

রাজ্যে পঞ্চম বালুরঘাটের অনরণ্য ও আয়ুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এবারের মাধ্যমিকের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের মধ্যে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিন জন। পর্ষদ প্রকাশিত মেধাতালিকার প্রথম দশে জায়গা করে নিয়ে জেলাবাসীকে গর্বিত করেছে বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জের তিন ছাত্র। এদের মধ্যে বালুরঘাট হাই স্কুলের দুই ছাত্র যুগ্মভাবে রাজ্যে পঞ্চম এবং কুমারগঞ্জ হাই স্কুলের এক ছাত্র অষ্টম স্থান দখল করে রীতিমতো চমক দিয়েছে। শহরের ঐতিহ্যবাহী বালুরঘাট হাই স্কুল ফের প্রমাণ করল কেন তারা জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই স্কুল থেকে এ বছর যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে অনরণ্য সরকার ও আয়ুষ সাহা। দু'জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। অনরণ্যের এই সাফল্যে খুশির জোয়ার তার পরিবারে। অন্যদিকে, বালুরঘাটের সাহেব কাছারী ও টাওয়ার মোড় এলাকার বাসিন্দা আয়ুষ সাহার সাফল্যে উৎসবের মেজাজ গোটা পাড়ায়। আয়ুষের বাবা মনোজ সাহা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং মা বেবী সাহা একজন স্কুল শিক্ষিকা। ছেলের এই ফলে উচ্ছ্বসিত আয়ুষের পরিবার ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

শহর ছাড়িয়ে জেলার প্রান্তিক ব্লকেও পৌঁছেছে সাফল্যের খবর। কুমারগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র জিশান হোসেন ৬৯০ নম্বর পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম ভোঁওর গ্রামের এই সাধারণ পরিবারের ছেলের সাফল্যে খুশিতে আত্মহারা গোটা গ্রাম। জিশানের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল ময়মনসিং কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, আজ সেখানেও মিষ্টিমুখের ধুম। জিশানের বাবা আমজাদ জামান একজন পার্শ্ব শিক্ষক। ছেলের এই অভাবনীয় সাফল্যে তিনি বলেন, 'আমরা জানতাম ও ভালো করবে, আজ আমাদের স্বপ্ন পূরণ হলো।' কৃতী ছাত্র জিশান বর্তমানে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার লক্ষ্য ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে মানুষের সেবা করা। তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মণ জানান, 'জিশান শুধু মেধাবী নয়, অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই সে ক্লাসে প্রথম হতো এবং রাজ্যস্তরের নানা সেমিনারে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে।' মোবাইল ফোন থেকে দূরে থেকে কঠোর পরিশ্রমই যে এই সাফল্যের চাবিকাঠি, তা জিশানের জীবন থেকেই স্পষ্ট। এদিন ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই তিন কৃতী ছাত্রের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা। জেলার এই অভাবনীয় সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দক্ষিণ দিনাজপুরের এই তিন রত্ন আগামীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মাধ্যমিকে সম্ভাব্য সপ্তম থেকে দশমের মধ্যে মালদার পাঁচ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্ভাব্য সপ্তম থেকে দশম এর মধ্যে মালদায় স্থান নিল পাঁচ জন পরীক্ষার্থী। শুক্রবার মাধ্যমিকের রেজাল্ট প্রকাশ হতেই মালদার গাজোল বামন গোলা ও কালিয়াচকের একটি স্কুলে পাঁচ জন পরীক্ষার্থীর এই ফলাফল সম্পর্কে জানা যায়। মাধ্যমিকের এবারের ওই কৃতি পরীক্ষার্থীরা কেউ অধ্যাপক, কেউ চিকিৎসক, আবার কেউ বিজ্ঞানী হওয়ার কথায় জানিয়েছেন। মাধ্যমিকে এবারে ৬৯১ পেয়ে রাজ্যে সম্ভাব্য সপ্তম স্থান দখল করেছে গাজলের ছাত্র কমলেশ সরকার। ৬৯০ পেয়ে সম্ভাব্য রাজ্য অষ্টম হয়েছে শুভ্রদীপ মণ্ডল। ৬৮৯ পেয়ে সম্ভাব্য নবম তৌসিফ আফরোজ এবং ৬৮৮ পেয়ে যুগ্মভাবে দশম মণীষ ঘোষ এবং সাইদ আলম। জেলায় এবারে নজর কাড়া ফলাফল গাজলের হাজিনাকু মহম্মদ হাই স্কুলের। কমলেশ, শুভ্রদীপ ও তৌসিফ সকলে হাজিনাকু স্কুলেরই ছাত্র। সম্ভাব্য সপ্তম কমলেশের বাড়ি গাজলের সরকার পাড়ায়। বাবা ভবানন্দ সরকার একজন শিক্ষক। মা ছবি সরকার গৃহবধূ। দিদি পূর্বাশা এবারে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে। কমলেশের প্রিয় বিষয় অঙ্ক। সে অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে গবেষণা করতে চায়। পড়াশোনার বাইরে সে খেলাধুলো ও ছবি আঁকতে ভালবাসে। তার পড়াশোনার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। সম্ভাব্য অষ্টম শুভ্রদীপের বাড়ি গাজোলের ঘোষপাড়ায়। বাবা ভজন মণ্ডল পেশায় একজন শিক্ষক এবং মা সবিতারাণী বিশ্বাসও একজন শিক্ষিকা। পরিবারের একমাত্র সন্তান শুভ্রদীপ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে সিভিল সার্ভিস নিয়ে এগোতে চায় সে। পড়াশোনার পাশাপাশি কৌতূকপূর্ণ নাটক লিখতে ভালবাসে সে। অবসর সময়ে ফুটবল খেলতে ভালবাসে শুভ্রদীপ। সম্ভাব্য নবম তৌসিফের বাড়ি গাজলের সরকার পাড়ায়। বাবা মতিউর রহমান পেশায় একজন শিক্ষক এবং মা নাজিয়া পারভিন গৃহবধূ। সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে আয়কর আধিকারিক হতে চায়। উচ্চ মাধ্যমিক সে হাজিনাকু স্কুলেই পড়তে চায়। পড়াশোনার বাইরে সে ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে। সম্ভাব্য দশম মণীষের বাড়ি বামনগোলা ব্লকের বিবেকানন্দ মোড়ে। সে নালাগোলা হাই স্কুলের ছাত্র। বাবা মলয়কুমার ঘোষ একজন ব্যবসায়ী। মা মানসি ঘোষ পেশায় একজন শিক্ষিকা। দিদি মনোশ্রী ঘোষ একজন স্টাফ নার্স। মণীষ নালাগোলা হাই স্কুলেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। ভবিষ্যতে সে বিজ্ঞানী হতে চায়। পড়াশোনার বাইরে সে ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে। প্রিয় খেলোয়াড় রোহিত শর্মা। জেলায় সম্ভাব্য আরেক দশম সাইদের বাড়ি কালিয়াচকের উত্তর দাঁড়িয়াপুরে। সে টার্গেট পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র। বাবা মহম্মদ কলিমুদ্দিন একজন রেশন ডিলার। দুই ভাইয়ের মধ্যে সাইদ বড়। সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে চিকিৎসক হতে চায়।

পশ্চিম বর্ধমানে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

টিএমসি'র হারের জন্য নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে দায়ী করল যুব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নয়টি আসনেই শোচনীয় পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটেছে। দলের এই 'শূন্য' অবস্থানের জন্য সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে দলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি এবং অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৌশিক মণ্ডল জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি প্রচার শুরু করেছেন। জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগগুলো জেলায় রাজনৈতিক অস্থিরতার নতুন ঢেউ তুলেছে। নিজের পোস্টে কৌশিক মণ্ডল ব্যঙ্গ করে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে 'ধন্যবাদ' ও 'অভিনন্দন' জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, তাঁর ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি, অত্যাচার এবং কথিত 'তোলাবাজি' (চাঁদাবাজি)-র কারণে জনগণ টিএমসি-কে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। কৌশিক মণ্ডল আরও লিখেছেন যে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দলের পুরনো ও অনুগত কর্মীদের কোণঠাসা করেছেন এবং তাঁদের ঘরে থাকতে বাধ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আজ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভুল সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করছেন জেলার হাজার হাজার অনুগত কর্মী।' জেলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে কৌশিক মণ্ডল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাগ করেছেন। কৌশিক মণ্ডলের পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ কর্মীরাও কমেন্ট সেকশনে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন। একজন কর্মী লিখেছেন, 'তিনি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী ভাবতেন, আর সেই প্রক্রিয়ায় তিনি দলটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন।' আরেকজন ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'চক্রবর্তীর এখন উচিত তাঁর নামের আগে 'বিধায়ক'-এর বদলে 'প্রাক্তন বিধায়ক' লেখা শুরু করা।' ভাইরাল পোস্টটির সত্যতা নিশ্চিত করে কৌশিক মণ্ডল বলেছেন, 'যে জেলার টিএমসি কর্মীরা আতঙ্কিত। যে এই কঠিন সময়ে কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাঁদের উৎসাহিত করতে আমি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি।' তবে, ভাইরাল পোস্টটি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বা দলের হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।

সম্পাদকীয়

অপেক্ষার শেষ, অবশেষে বাংলায় এল সেই নতুন ভোর

দীর্ঘ অপেক্ষা তাহলে শেষ হল। কুয়াশা কেটে গিয়ে পরিষ্কার হল আকাশ। আজ শনিবার ৯ মে। পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবির জন্মদিনেই নতুন দিনের শুরু টা হল বাংলার মাটিতে। গত দেড় দশক ধরে বাংলার ঘাড়ে যে জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল, তা অবশেষে সরল। সরিয়ে দিল বাংলার মানুষ। অশুভ শক্তি, তা সে যত বড়ই হোক না কেন তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এটাই কালের বিধান। সেই বিধান মেনেই রাজ্যের মাটি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করেছে বাংলার মানুষ। সেই সঙ্গে নতুন বাংলা গড়ার দায়িত্ব তুলে দিয়েছে রাষ্ট্রবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি। প্রথা মেনে আজই শপথ নিচ্ছে নতুন সরকার, নতুন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর প্রথমবার বাংলার মাটিতে বিজেপির সরকার। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মাকে শান্তি দিয়ে আজ থেকে বাংলা শাসন করবে বিজেপি। হ্যাঁ, শাসন করবে। শাসনের নামে কী চলেছে গত ১৫ বছর তাঁর সাক্ষী বাংলার দশ কোটি মানুষ। তাই তো এবার বিজেপি সরকার। এই সরকারের দিকে তাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে বঙ্গবাসী। কারণ, গত দেড় দশকে তাঁরা শুধুই অত্যাচারিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েছে শাসকের দিক থেকে। মানুষকে প্রতারণা করলে তার পরিণতি কী হয় এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ক্ষ্মকালীঘাটের কুঁড়েঘরক্ষ্ম। সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনে বিরক্ত হয়ে যারা একদিন চার হাত তুলে একদা বাংলার ক্ষ্মঅগ্নিকন্যাক্ষ্ম-কে আশীর্বাদ করেছিলেন, আজ তাঁরাই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নিট ফল আজ বাংলার মসনদে ভারতীয় জনতা পার্টি। সব হারিয়ে এখন হতাশার কান্না নেত্রীর গলায়, বলছেন, ক্ষ্মকেন ইস্তফা দেব, আমি তো হারিনি, আমি জিতেছিক্ষ্ম। সব দেখে অলক্ষ্যে কিন্তু বিধাতা হাঁসছেন। তা ওনার যা ইচ্ছে উনি করুন। বাংলার মানুষের তাতে আর কিছু যায় আসে না। কারণ, এসব কান্নাকাটি করে তাদের আর ভোলানো যাবে না। তাঁরা এখন পরিবর্তনের কাণ্ডারীকে চিনে ফেলেছে। তাঁদের চোখে এখন নতুন বাংলার স্বপ্ন। যার মহরতটা হয়ে গেল আজ ঐতিহাসিক ব্রিগেডে।

শব্দছক ১৫৪ রবি দাস

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
	■		■	৫		৬	
৭	৮	■	■		■		■
■		■	৯	■	■	১০	১১
১২				■	১৩	■	
■	■	■	১৪			■	
১৫				■	১৬		

পাশাপাশি: ১. লুপ্ত হওয়া ৩. সায় অ-সায় ৪. ছন্দে চলে যা ৫. প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে যার ৭. ধ্বংস ১০. লক্ষ্মীদেবী ১২. মলিনত্ব নেই যখন ১৪. বিয়ের পাত্র-পাত্রীর সংযোগ সাধন করে যে ১৫. শাস্ত্রবিরুদ্ধ ১৬. বারুদ

ওপর-নিচ: ১. কত্রীপনা ২. মনে ধরা ৩. মনের অভিপ্রায় ৬. নিদ্রাভঙ্গ ৮. লজ্জা ৯. নাইবার ঘর ১১. মাস অন্তে ধর্তব্য ১৩. খনি

সমাধান ১৫৩ — পাশাপাশি: ১. অবসাদ ৪. দাড়াস ৬. নিদ ৭. রাজন ৯. ভোজনবিলাসী ১১. মরাল ১৪. গামলা ১৬. নজিরবিহীন ১৯. নধর ২০. তাল ২১. তড়পা ২২. কনেসজ্জা

ওপর-নিচ: ১. অনিয়ম ২. বদ ৩. দরাজ ৪. দানবি ৫. সরসী ৮. জননী ৯. ভোল ১০. লাগাম ১২. গান ১৫. লাজলজ্জা ১৬. নন্দিত ১৭. রনপা ১৮. হীরক ২০. তাস

আজকের দিন

■ **১৫৪০** — ভারতে ষোড়শ শতকের রাজপুত যোদ্ধা এবং বীরত্বের প্রতীক মহারানা প্রতাপের জন্মবার্ষিকী উদযাপন।

■ **১৯৫০** — ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট শুমান ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায় গঠনের প্রস্তাব করেন।

■ **২০২৩** — ইমরান খানের বহুল আলোচিত গ্রেপ্তারে পাকিস্তান জুড়ে দাঙ্গা শুরু।

জন্মদিন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৪০ *মেবারের রাজপুত শাসক মহারানা প্রতাপের জন্মদিন।*
১৮৬১ *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৮৬৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্মদিন।*

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৯ মে ২০২৬, ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার

নতুন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ

■ আগামী ২১ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা পুনর্নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন নতুন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। ঝাড়খণ্ড ক্যাডারের ২০০৯ ব্যাচের আইএএস অফিসার মুথুকুমার আলাগুমুথুকে ফলতা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁকে ৮ মে-র মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ, গণনা, ফল ঘোষণা এবং স্ট্রংরুম শিল হওয়া পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্বে থাকতে হবে। অন্যদিকে, ব্যয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ২০১৪ ব্যাচের আইআরএস অফিসার আর সি মার্ডিকে। কমিশনের তরফে পাঠানো নিয়োগপত্রে বলা হয়েছে, নির্বাচনী খরচের উপর নজরদারি, রিপোর্ট সংগ্রহ এবং ভোট প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আর্থিক পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন তিনি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ফলতা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। ভোটগ্রহণের পুরো প্রক্রিয়াকে কমিশনের সরাসরি নজরদারিতে রাখা হবে। আইনশৃঙ্খলা, ভোটারদের নিরাপত্তা এবং অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনও বাড়ানো হতে পারে।

নতুন করে তদন্তের দাবি

■ হাওড়ার এক আবাসনের গেটের সামনে দশ বছর আগের রক্তের দাগ যেন আবার ফিরে এল রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে। নিরাপত্তারক্ষী বিজয় মল্লিক খুনের ঘটনায় নতুন করে তদন্তের দাবিতে সরব তাঁর পরিবার। অভিযোগের তির সরাসরি প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শৈলেশ রায়ের দিকে। আর সেই সঙ্গেই উঠছে প্রশ্ন; ক্ষমতা বদলালেই কি বদলে যায় ন্যায়বিচারের সম্ভাবনাও? মৃতের মেয়ে মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বাবার হত্যার পিছনে পরিকল্পিত চক্র কাজ করেছিল। তাঁর কথায়, নজরদারি চিত্র, ফোনের তথ্য; সবই তদন্তকারীদের হাতে ছিল, তবু মূল অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যান। এমনকী ভোটের আগেও পরিবারকে ভয় দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও সাড়া না মেলায় এবার নতুন সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় তদন্তের আবেদন জানাতে চান তাঁরা। ২০১৬ সালের জুনে মল্লিক ফটকের কাছে ওই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শৈলেশ রায়-সহ কয়েক জন।

আয়ুষ্মানেই ভরসা রাখছে বঙ্গ

■ সরকার বদলাতেই বদলে গেল চিকিৎসার ঠিকানা। নবান্ন এত দিন যে প্রকল্পকে 'দিল্লির বিজ্ঞাপন' বলে এড়িয়ে গেছে, সেই আয়ুষ্মান ভারতই এবার বাংলার ঘরে। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ছাড়পত্র পাবে প্রকল্পটি, ঘোষণা আগেই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভোটের ফল শুধু ক্ষমতার হাতবদল নয়, স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়েও নতুন বার্তা। পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সহায়তা, সত্তর পেরনো নাগরিকদের জন্য শর্তহীন বিমা; বিজেপির ইস্তাহারের প্রথম পাতাই এবার বাস্তব হতে চলেছে। রাজনৈতিক মহল বলছে, এ শুধু জনস্বাস্থ্য নয়, দিল্লি-কলকাতা সংঘাতেরও ইতি। এত দিন স্বাস্থ্যসাথীকে সামনে রেখে আয়ুষ্মান আটকে রেখেছিল বিদায়ী সরকার। দরিদ্র পরিবার কেন্দ্রীয় সুবিধা পায়নি, এই নালিশে সরব ছিল বিরোধীরা। কাঁচা বাড়ি, কম আয়ের মানুষ, তফসিলি সমাজ, প্রবীণ নাগরিক; এদের সামনে রেখেই নতুন ভাষ্য গড়ছে শাসক শিবির। চিকিৎসাই এখন ভোট-পরবর্তী আস্থা অর্জনের প্রথম মাপকাঠি। নতুন সরকারের সামনে এখন কাজের পালা।

গেরুয়া আলোয় সেজে উঠছে বিধানসভা, নয়া সরকারের আগমনের জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ পনেরো বছর পর বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে নতুন চেহারা নিতে শুরু করেছে রাজ্য বিধানসভা ভবন। ঐতিহাসিক জয়ের পর প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। আজ শনিবার, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন নতুন সরকারের শপথগ্রহণের পর থেকেই প্রশাসনিক কাজ শুরু হবে নতুন ছন্দে। তার আগেই বিধানসভা চত্বরে শুরু হয়েছে ব্যাপক সাজসজ্জা এবং প্রস্তুতির কাজ।

সূত্রের খবর, গোটা বিধানসভা ভবন এবং সংলগ্ন এলাকা গেরুয়া আলোর সাজে মুড়ে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫০টি আলোর সেট এনে লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে বিধানসভার চেনা চেহারা। রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই আলোকসজ্জা এখন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

শুধু বাইরের সাজ নয়, ভিতরেও চলছে বড় পরিবর্তনের কাজ। বিদায়ী মন্ত্রীদের নামফলক খুলে ফেলা হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ফলকও। আপাতত স্পিকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দিষ্ট ফলক ছাড়া বাকি সব নাম সরিয়ে রাখা হয়েছে। আজ শনিবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী এবং নতুন স্পিকারের নাম বসানো হবে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে তৈরি হচ্ছে একটি স্থায়ী র‍্যাম্প। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে বিধানসভার বাগানমুখী অংশে সহজ যাতায়াতের জন্য এই নতুন র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। তার নকশা, রং এবং কাঠামো নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক সূত্রে খবর, শনিবার ব্রিগেডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী প্রতীকী ভাবে বিধানসভায় এসে বসতে পারেন। আপাতত এখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এবং সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই কারণেই শনিবারের জন্য বিধানসভার কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। নতুন সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ফের ঐতিহাসিক মহাকরণে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে মহাকরণের সংস্কার শেষ হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। সেই কারণে অন্তত আগামী ছয় মাস বিধানসভা ভবন থেকেই অস্থায়ী ভাবে সচিবালয়ের কাজ চালানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো ঘরেই বসবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি প্ল্যাটিনাম জুবিলি হলকে অস্থায়ী সচিবালয় হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে দ্রুত প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও আধুনিক ব্যবস্থা তৈরির কাজ চলছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এ শুধু সরকার পরিবর্তনের প্রস্তুতি নয়, বরং প্রশাসনিক কাঠামো ও ক্ষমতার কেন্দ্র বদলেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত। বহু বছর পর বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ঘিরে এমন তৎপরতা এবং নতুন সাজ ঘিরে সাধারণ মানুষের আগ্রহও এখন তুঙ্গে।

ভোটে মদ আটকেই 'শীর্ষে' বাংলা, বাজেয়াপ্ত ১৫১ কোটি টাকার মদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন উপনির্বাচনের সময় মদ আটক করার নিরিখে গোটা দেশকে ছাপিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ভোটের সময় এ রাজ্যে ৫৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৪৮ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য ১৫১ কোটিরও বেশি। কমিশনের প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলম, অসম এবং পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে নগদ, মদ, মাদক, সোনার গয়না এবং অন্যান্য উপহার মিলিয়ে মোট প্রায় ১,৪৪৫ কোটি টাকার সামগ্রী আটক করা হয়েছে। কমিশনের মতে, ভোটারদের প্রভাবিত বা প্রলোভিত করার উদ্দেশ্যেই এই সব সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছিল।

মোট বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর নিরিখে অবশ্য শীর্ষে রয়েছে তামিলনাড়ু। সেখানে প্রায় ৬৬২ কোটি টাকার নগদ ও বিভিন্ন সামগ্রী আটক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই অঙ্ক প্রায় ৫৭৩ কোটি টাকা। কিন্তু শুধু মদ আটক করার ক্ষেত্রে অন্য সব রাজ্যকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলা। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে মোট ৬৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৯৩ লিটার মদ আটক হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ১৮৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে একা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৫৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৪৮ লিটার মদ। অর্থাৎ মোট আটক মদের সিংহভাগই উদ্ধার হয়েছে এ রাজ্যে।

নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ভোটের সময় অবৈধ মদের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরেই কমিশনের কাছে বড় উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ভোটারদের প্রভাবিত করতে মদ বিলির অভিযোগ প্রায় প্রতি নির্বাচনেই ওঠে। এবার বাংলায় বিপুল পরিমাণ মদ আটক হওয়ায় সেই অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং আবগারি দপ্তরের যৌথ অভিযানে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল। জাতীয় ও রাজ্য সড়ক, সীমান্ত এলাকা এবং বিভিন্ন গুদামে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

নবান্নের পর এবার পুরসভার দরজায় গেরুয়া ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ক্ষমতা হাতবদল হওয়ার ধাক্কা এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই কলকাতার অলিগলি, বরো অফিস আর পুরভবনের করিডরে ঘুরছে নতুন আতঙ্ক; এবার কি ছোট লালবাড়িও হাতছাড়া হতে চলেছে? বিধানসভা ভোটের ফল যেন শহুরে রাজনীতির ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। যে কলকাতাকে এত দিন তৃণমূল নিজের অজেয় ঘাঁটি বলে ভাবত, সেই শহরের অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রেই এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। পুরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক অঙ্ক আরও অস্বস্তিকর। শাসকদলের অন্দরে এখন চাপা স্বীকারোক্তি, পুরভোট নির্ধারিত সময়ের আগেই হলে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হবে।

তবে এই আশঙ্কা শুধু নির্বাচনী অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষমতা হারানোর পর প্রশাসনিক ছত্রছায়া সরে যেতেই স্থানীয় স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভ সামনে আসছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এক পুরপ্রতিনিধির কথায়, এখন কর্মীদের রক্ষা করাই দায়। এলাকায় বেরোলেই হুমকি, ভাঙচুরের খবর আসছে। আসলে গত দেড় দশকে শহরাঞ্চলের রাজনীতিতে যে প্রভাবশালী কাউন্সিলর সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেই ভোটবাক্সে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে মত অনেকের। জলাজমি ভরাট থেকে বহুতল রাজনীতি; নগর উন্নয়নের আড়ালে ক্ষমতা ও অর্থের যে সমান্তরাল বলয় তৈরি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ নীরবে জমছিল বহু দিন। তৃণমূলের প্রবীণদের একাংশ এখন মানছেন, মানুষের রাগ শুধু সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না; ছিল পাড়ার স্তরের সেই 'অপ্রতিরোধ্য' মুখগুলোর বিরুদ্ধেও। ফলে নবান্ন হারানোর পর কলকাতা পুরসভা আর নিছক একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়; সেটাই এখন বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

'মুখই নেই, সেখানে মুখপাত্র রেখে কী হবে', তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ শঙ্কর ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের শেষলগ্নে কখনও কখনও একটি বাক্যই গোটা রাজনৈতিক আবহকে ধরিয়ে দেয়। শুক্রবার শঙ্কর ঘোষের মন্তব্য ঠিক তেমনই নতুন বিতর্কের আগুন জ্বালিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, মুখই নেই, সেখানে মুখপাত্র রেখে কী হবে; এখন ভোট-পরবর্তী আলোচনার অন্যতম অস্ত্র। এই মন্তব্য নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং শাসক শিবিরের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকেই নিশানা করেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকদের একাংশ। দীর্ঘ প্রচারপর্বে দুর্নীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের সংকটকে সামনে এনে বিজেপি যে আক্রমণাত্মক প্রচাররেখা নিয়েছিল, শঙ্করের বক্তব্য যেন তারই সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক সারাংশ।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মাটিতে এই ভাষা দ্রুত সাড়া ফেলেছে। কারণ শিলিগুড়ি বরাবরই মতাদর্শের সংঘর্ষের শহর। সেখানে মুখপাত্র বনাম নেতৃত্বের এই তর্ক আসলে বৃহত্তর রাজনৈতিক আস্থার প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তৃণমূলের মুখপাত্রদের ধারাবাহিক মন্তব্যের পালটা হিসেবেই এই আক্রমণ এসেছে বলে বিজেপি সূত্রের দাবি। যদিও শাসকদলের তরফে পালটা কটাক্ষও শুরু হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আবেগ যখন চূড়ায়, তখন যুক্তির চেয়ে প্রতীকের শক্তিই বেশি কাজ করে। আর সেই জায়গাতেই শঙ্কর ঘোষের একলাইন মন্তব্য এখন নির্বাচনী প্রচারের বহু দীর্ঘ বক্তৃতাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে।

দলবিরোধী মন্তব্য, শো-কজ তৃণমূলের পাঁচ মুখপাত্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ফল ঘোষণার পরও তৃণমূলের অন্দরে ঝড় থামেনি। বরং ক্ষমতা হাতছাড়া হতেই দলটার ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভ এবার প্রকাশ্য সংঘাতে বদলে যাচ্ছে। শুক্রবার পাঁচ নেতা-নেত্রীকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়ে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল দলের নতুন শৃঙ্খলা কমিটি। দলের একাংশের অভিযোগ, বিপর্যয়ের দায় নিয়ে আত্মসমালোচনার বদলে নেতৃত্ব এখন 'বার্তা নিয়ন্ত্রণে' বেশি আগ্রহী। যাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে; ঋজু দত্ত, কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, পাপিয়া ঘোষ, কার্তিক ঘোষ ও কোহিনুর মজুমদার; তাঁরা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে প্রকাশ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কৌশল নিয়েই ক্ষোভ ছিল প্রবল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বৈঠকের পরেই কড়া অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বলে দলীয় সূত্রের দাবি। শৃঙ্খলা কমিটির মাথায় রয়েছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর সই করা চিঠিতে অভিযোগ, অভিযুক্তদের মন্তব্য সংগঠনের ঐক্য নষ্ট করছে। কিন্তু দলের ভিতরেই পালটা প্রশ্ন উঠছে; পরাজয়ের কারণ খোঁজা কি বিদ্রোহ? এক প্রবীণ নেতা বলছেন, ক্ষমতা চলে গেলে দলে আসল অসুখগুলো চোখে পড়ে। এখন সেই আয়নাটাই ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সংঘাত শুধু কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয়; তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়েও ভিতরে ভিতরে শুরু হয়ে গেছে নতুন লড়াই।

'সোশ্যাল মিডিয়ায়' এখনও পরিচয় আঁকড়ে ধরে রাখার শেষ চেষ্টা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকার নেই, মন্ত্রিসভা নেই, বিধানসভাও অতীত। তবু সমাজমাধ্যমের পরিচয়ে এখনও 'পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবেই রয়ে গেলেন মমতা ব্যানার্জি। রাজনৈতিক পালাবদলের উত্তাপে এই ছোট্ট ডিজিটাল পরিচয়ই এখন বড় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। রাজভবনের বিজ্ঞপ্তিতে সপ্তদশ বিধানসভা ভেঙে যাওয়ার পর প্রশাসনিকভাবে পূর্বতন সরকারের অধ্যায় শেষ। আজ শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের শপথের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রাজ্য। অথচ সেই সন্ধিক্ষণেও ফেসবুক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে নিজের পরিচয় বদলাননি মমতা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এটি নিছক অসাবধানতা নয়; বরং ক্ষমতা হারানোর মানসিক অভিঘাতের বহিঃপ্রকাশ। কারণ বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরাজয়ের পর সৌজন্যমূলক সরে দাঁড়ানোর নজির নতুন নয়। ২০১১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ফল প্রকাশের দিনই রাজভবনে গিয়ে ইস্তফা দিয়েছিলেন। পরে প্রতিদ্বন্দ্বীর শপথেও উপস্থিত ছিলেন সামনের সারিতে। সেই ছবির পাশে আজকের দৃশ্য যেন অন্য এক সময়ের প্রতিচ্ছবি। ভোটের ফল শুধু সরকার বদলায়নি, বদলে দিয়েছে রাজনৈতিক আচরণের ভাষাও। ডিজিটাল যুগে তাই একটি 'বায়ো'-ও কখনও কখনও হয়ে উঠছে ক্ষমতার শেষ প্রতিরক্ষা।

আজ শপথের দিন যান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ ব্রিগেডে নতুন সরকারের শপথ। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শহরজুড়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা। ৯ মে ভোর চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কলকাতার বুকে বদলে যাবে গাড়ি চলাচলের ছবি। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। ধর্মতলা চত্বরের ছ'টি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ থাকবে গাড়ির গতি। তালিকায় এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, কে পি রোড, হাসপাতাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুয়ারিনা অ্যাভিনিউ ও কুইন্সওয়ে। প্রয়োজন বুঝলেই ঘুরিয়ে দেওয়া হবে যানবাহন।

মাধ্যমিকে জয়জয়কার রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকার প্রথম দশের মধ্যে স্থান পেয়েছে ১৩১ জন ছাত্রছাত্রী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় খড়দার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুলের জয়জয়কার। এই স্কুলের ছাত্র আদৃত গোস্বামী রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২। আদৃত জানিয়েছে, তাঁর এই সাফল্যের পেছনে অবদান রয়েছে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাবা-মায়ের। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে আদৃত ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। এই স্কুলের আরেক কৃতী ছাত্র অনিশ দাস সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। অনিশও ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সূর্যস্নাত বর্মন নবম স্থান অধিকার করেছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯। সে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করতে চায়। দশম স্থান অধিকার করেছে এই স্কুলের ছাত্র সৃজন দে সরকার।

মিষ্টিমুখ...বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

সুস্থ প্রশাসনের স্বার্থে নয়া সরকারের মন পেতে চায় কো-অর্ডিনেশন কমিটি

অশোক সেনগুপ্ত

বিপুল জনাদেশ নিয়ে নির্বাচিত দলের নয়া সরকারের কাছে সুবিচার চাইবে 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ' বলে চিহ্নিত সিপিএম-এর সরকারি কর্মী সংগঠন কো অর্ডিনেশন কমিটি। শীঘ্রই তাঁরা এ ব্যাপারে নয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী। বেতন কমিশন কার্যকরী করা, বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা, বদলিনীতি প্রভৃতির দাবিতে অনেক বছর ধরেই সরব কো অর্ডিনেশন কমিটি। অভিযোগ, বাম আমলের অবসানের পর প্রথম থেকেই তৃণমূল সরকার এই সব দাবি অমান্যর পথে হাঁটে। কমিটির ১৮ কর্তা ২০১৮ সালে নবান্ন-তে দরবার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের দূরের জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়। বহু আবেদন-নিবেদন করেও তাঁরা সুবিচার পাননি।

এখনও কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারি কর্মী সংগঠন। শুক্রবার এ কথা জানিয়ে কমিটির রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত বলেন, পেনশনভোগী অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্তদের ধরলে কমিটির সদস্যসংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। কর্মরত

সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। এই বিপুল সংখ্যক কর্মীকে শত্রুর মতো বিবেচনা করলে তা আদতে সরকারেরই ক্ষতি। নীতি ও আদর্শগত বিরোধ থাকতেই পারে। আমরা নিজেদের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগোতে চাই। বছরের

পর বছর আমাদের অনেক সমর্থককে কেবল প্রতিহিংসার জন্য জেলায় কাজ বা দায়িত্ব না দিয়ে বসিরে রেখে বেতন দেওয়া হচ্ছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে সরকারি তহবিলের। এর মধ্যে যুগ্ম সচিব, সেকশন অফিসার, স্পেশ্যাল অফিসাররা অনেকে আছেন। বিশ্বজিৎ গুপ্ত বলেন, আমাদের নায্য দাবি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে ১৮ জন সরকারের রোষ নজরে পড়ি, তাঁদের ৬ জনকে দার্জিলিংয়ে, ১০ জনকে মুর্শিদাবাদে বদলি করে দেয় মমতা সরকার। একজন হাইকোর্টে মামলা করে বদলি ঠেকান। অপর একজন বিতর্কের মধ্যে অবসর নেন। দার্জিলিংয়ে বদলি হওয়া প্রায় সবাইকে ওখান থেকেই অবসর নিতে হয়। আমি ৪ বছর ওখানে কাটিয়ে প্রথমে হরিণঘাটা, পরে পলাশিতে বদলি হয়েছি। রীতি অনুযায়ী অন্য দলের সরকারি কর্মী সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে যাঁর নিজের জেলা সদরে আছেন। কো অর্ডিনেশন কমিটি ছিল তৃণমূলের চোখের বালি।

তৃণমূল আমলে নিয়োগে স্বেচ্ছাচারিতার প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ গুপ্ত বলেন, রীতি ভাঙার অনেক উদাহরণ আছে। পিএসসি-র পরীক্ষায় ভালো ফল করা অফিসারদের সাধারণত যেরকম বিভাগে বা পদে দেওয়া রীতি, তা মানা হয়নি। কাজের উৎকর্ষতা এবং কর্মসংস্কৃতির জন্য আমরা এই 'ডিটেনমেন্ট পলিসি'-র বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিতে নয়া সরকারের কাছে আমরা আবেদন করব।

মাধ্যমিকে বীরভূমে প্রথম দশে ৬

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের ফলাফল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষা ফলাফলে রাজ্যে প্রথম উত্তর দিনাজপুরের সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অভিরূপ ভদ্র তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা শেষ হয় ১২ই ফেব্রুয়ারি। চলতি বছর মাধ্যমিকে প্রায় ৯ লক্ষ ৭১ হাজার পরীক্ষার্থী ছিলেন। এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৮৩ শতাংশ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশের তালিকায় ১৩১ জন কৃতী ছাত্রছাত্রী রয়েছেন বলে জানান পর্ষদ সভাপতি।

রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় এবং বীরভূম জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দির হাই স্কুলের ছাত্র প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬। তাঁর সাফল্যের পিছনে স্কুলের ভূমিকা, পরিবারের সহযোগিতা জানিয়ে প্রিয়তোষ জানায় ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। রাজ্যে অষ্টম আর বীরভূম জেলার মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে দুবরাজপুরের শর্মিষ্ঠা গড়াই। দুবরাজপুর শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী গার্লস স্কুলের ছাত্রী সে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০। শর্মিষ্ঠা জানায়, তাঁর সাফল্যের পিছনে রয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকা-সহ পরিবারের প্রেরণা আশীর্বাদ। প্রথমদিকে গড়ে পাঁচ ছয় ঘণ্টা পড়লেও পরীক্ষা যত এগিয়ে এসেছে, পড়াশোনার সময় প্রত্যেকদিন গড়ে দশ ঘণ্টা করে বাড়িয়ে পড়েছে সে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায় বলে জানায় শর্মিষ্ঠা। মাধ্যমিকে দশম স্থানে রয়েছে বীরভূমের চার ছাত্র। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। নবনালন্দা শান্তিনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের শেখ সাদ হোসেন, রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের দ্যুতিমান দে এবং পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রত্যয় ঘোষ। বীরভূম জেলা স্কুলের শরব্য দেব। ছোট থেকে পড়াশোনার প্রতি গভীর মনোযোগ। বড় হয়ে অনকোলজিস্ট হয়ে সমাজের জন্য কিছু করতে চায় সে।

গল্পের বই পড়া কিংবা ক্রিকেট খেলা চলতো পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে। তার এই সাফল্যে খুশি পরিবার-সহ বীরভূম জেলা স্কুল। শেখ সাদ হোসেন বলে, প্রত্যেকদিন প্রায় গড়ে সাত ঘণ্টা করে পড়াশোনা করেছে সে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছেন তার মা। স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া তার এই রেজাল্ট সম্ভব ছিল না বলেই জানিয়েছে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি গান গাইতে ও শুনতে ভালো লাগে তার। পড়ার ফাঁকে গল্পের বই আর মাঠে গিয়ে ক্রিকেটও খেলে বলে জানিয়েছে শেখ সাদ হোসেন। ভবিষ্যতে কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।

মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী ধনেখালির সোহিনী কোলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাধ্যমিকের মেধাতালিকা জুড়ে জেলার জয়জয়কার। এবছর পাশের হার ৮৬.৮৩ শতাংশ। বর্তমান সময়ে যেখানে মা-বাবারা সরকারি স্কুল থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন, সন্তানদের বেসরকারি স্কুলেই ভর্তি করতে চান, সেখানে এই সরকারি স্কুলে পড়েই কিন্তু মাধ্যমিকের ফলাফলে তাক লাগিয়েছে মেধাবী পড়ুয়ারা। এই যেমন সোহিনী। এ বছর মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে সোহিনী কোলে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২। হুগলির পাড়ম্বুয়া জগদ্ধাত্রী হাইস্কুলের পড়াশোনা করেছে সে। নিট-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে সোহিনী। বড় হয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর। মাধ্যমিকে রেজাল্ট প্রকাশের পর সোহিনী বলে, 'খুবই ভালো লাগছে। এতটা এক্সপেক্ট করিনি। কোনও রুটিন ছিল না আমার। যখন মনে হত, পড়তাম। র‍্যাঙ্ক করব, এটা তো প্রথমে কেউ এক্সপেক্ট করতে পারে না। তবে ভালো রেজাল্ট করব আশা করেছিলাম। আরও ভালো হতে পারত। স্কুল প্রচুর সাপোর্ট করেছে। টিউশনের শিক্ষকরা অনেক সাহায্য করেছেন।' যে স্কুলে সোহিনী পড়ে, সেই পাড়ম্বুয়া জগদ্ধাত্রী হাইস্কুলেরই অঙ্কের শিক্ষক সোহিনীর বাবা। তাঁর মা পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষিকা। তার বাবা গৌরাঙ্গ কোলে বলেন, 'খুবই আনন্দ লাগছে। ও তো অনেক পরিশ্রম করেছিল, তার ফল পেয়েছে বলে ভালো লাগছে। গ্রামের অনেক ভিতরে স্কুল, স্কুলের সব শিক্ষক ও ওর মায়ের ইচ্ছা ছিল যে ও ভালো র‍্যাঙ্ক করে যেন। সাফল্য পেয়েছে, আমরা সবাই খুশি।' সোহিনীর মা শম্পা দাস বলেন, 'আমার মেয়েকে কোনওদিন প্রাইভেট স্কুলে পড়াইনি। সরকারি, বেসরকারি স্কুলের বিষয় নয়, আসলে যে পড়বে, তার উপরে নির্ভর করে। তবে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে অনেক। আমাদের স্কুলে বসার মতো বেঞ্চ নেই। পাখা, আলো নেই। ব্ল্যাকবোর্ডের এমন অবস্থা, পড়ুয়ারা দেখতে পায় না লেখা। ব্ল্যাকবোর্ড কালো রঙ করার মতো টাকাও নেই।'

আইডিবিআই ব্যাংক লি.
আইডিবিআই ব্যাংক লি. (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ), আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৫ম তল, থানা - শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭। ওয়েবসাইট www.idbi.bank.in

পরিশিষ্ট IV
কারণ দর্শানোর নোটিশ
পিনকন স্পিরিটস লি. (ঋণগ্রহীতা), ওয়েলেসলি হাউস, ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১।

এতদ্বারা নিম্নোক্ত সংস্থা/ব্যক্তিদের জানানো যাচ্ছে যে, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের ইচ্ছাকৃত খেলাপি এবং বৃহৎ খেলাপিদের বিষয়ে আরবিআই-এর মাস্টার ডিরেকশন (আরবিআই মাস্টার ডিরেকশন)-এ বর্ণিত ইচ্ছাকৃত খেলাপি শনাক্তকরণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং আইডিবিআই ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ০৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ (এসসিএন) ফেরত এসেছে/অবণ্টিত রয়েছে।

নাম এবং ঠিকানা	পদ (এসসিএন অনুযায়ী বিস্তারিত	ইচ্ছাকৃত উপযুক্ততার খেলাপি
শ্রী সুব্রত বসু পিতা প্রয়াত প্রবীর কুমার বসু। ঠিকানা ৪২ ডি, বলদেব পাড়া, মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০০০৬। **শ্রী সুব্রত বসু** ফ্ল্যাট এ.৯০২, ১০ম তল, পাম ব্লক, পূর্ব ফাউন্টেন স্কোয়ার, মার্থাল্লি ব্রিজের কাছে, মার্থাল্লি, ব্যাঙ্গালোর - ৫৬০০৩৭।	পিনকন স্পিরিটস লি.এর প্রাক্তন ডিরেক্টর	৩(১)(xviii)(A)(b) এর সাথে পঠিত ৩(১)(vii)(c), ৩(১)(xviii)(A)(b) এর সাথে পঠিত ৩ (১) (vii) (e), ৩ (১) (xviii) (A) (c) এর সাথে পঠিত ৩ (১) (xvi), এবং ৩(১)(xviii)(B)

আইডিবিআই ব্যাংক লি. (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ), আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৫ম তল, থানা - শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (SCN) সংগ্রহ করা যাবে। ই-মেইল আইডি subroto.mondal@idbi.co.in, mrinmoy.bhandari@idbi.co.in। পরিচয়পত্র দেখিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে এটি সংগ্রহ করা যাবে।
উপরোক্ত ব্যক্তি(গণ), যদি ইচ্ছা করেন, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে **২১ দিনের মধ্যে** কারণ দর্শাতে পারেন যে কেন তাদেরকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে ঘোষণা করে আরবিআই-এর কাছে রিপোর্ট করা হবে না।
এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে **২১ দিনের** মধ্যে যদি এই কারণ দর্শানোর নোটিশের বিরুদ্ধে কোনো আবেদন/প্রতিনিধিত্ব না পাওয়া যায়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে তাদের জমা দেওয়ার মতো কিছু নেই এবং আইডিবিআই ব্যাংক লি. তাদেরকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে ঘোষিত হলে, ব্যাংক আরবিআই মাস্টার ডিরেকশন এবং/অথবা প্রচলিত আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে উপরে উল্লিখিত ব্যক্তি(দের) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
সুব্রত মণ্ডল,
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ
তারিখ ০৭.০৫.২০২৬

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI Relationship beyond Banking
মৌলালি শাখা
৮১/২ এ জে সি বোস রোড
কলকাতা - ৭০০০১৪

পরিশিষ্ট - ৪
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুমন কুমার বোস** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,৭৯,৪৪৪.৬১ টাকা (তেরো লাখ উনআশি হাজার চারশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা)** এবং ২৮.০১.২০২৬ থেকে ৯.১০ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ এবং মাস অন্তর একত্রে জরিমানা সুদ ২ শতাংশ বার্ষিক হারে এবং অন্যান্য ব্যয়, শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ মে ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, মৌলালি শাখার** নিকট বকেয়া **১৩,৭৯,৪৪৪.৬১ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক ৩৬ বর্গফুট তদস্থিত ২ তলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা - নাগরথুবা, জেএল নং ৮১, আরএস নং ৩২১, তৌজি নং ৫২৮৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ৫৬৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৯৬৪, হোল্ডিং নং ৪৬১/৪০৪/০১, রামকৃষ্ণ রোড, পিন -৭৪৩২৬৩, পো : শ্রীনগর, থানা : হাবড়া, হাবড়া পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন, এডিএসআর -হাবড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী সুমন কুমার বোস, পিতা শক্তি পদ বোস এর নামে। **উক্ত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** শক্তি পদ বোস এবং সুজিৎ কুমার দাসের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** শক্তি পদ বোস এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** নকুল সাহা এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ স্থান : মৌলালি
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১২০
ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. No. 42195523865 (HBL)
যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২১.০২.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী কেশব কোঠারি, পিতা শ্রী রাকেশ কোঠারি, ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং জি-১০১, ১ম তল, প্রেমিসেস নং ৬৪, বিডন স্ট্রিট, থানা - বড়তলা, কলকাতা - ৭০০০০৬, অন্য ঠিকানা : ডি২, ফ্ল্যাট নং ১০৩, ২য় তল, ইমামি সিটি, ২ নং যশোর রোড, পো - নাগের বাজার, থানা - দক্ষিণ দমদম, কলকাতা - ৭০০০২৮** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪০,৫৬,৪৫৮.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ ছাপান্ন হাজার চারশ আটান্ন টাকা) ২০.০২.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৭ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** নিকট বকেয়া **৪০,৫৬,৪৫৮.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ ছাপান্ন হাজার চারশ আটান্ন টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং জি-১০১,** একতলায়, সামনের অংশে, ফ্ল্যাটের পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ **৮০০ বর্গফুট** এবং কার্পেট এরিয়া **৫৭০ বর্গফুট** কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি **৫ কাঠা ৪ ছটাক** অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬৪, বিডন স্ট্রিট, থানা : বড়তলা, কলকাতা -৭০০০০৬, বরো -২ ওয়ার্ড নং ১৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১০১৭০৭০০৩৮৭, দলিল নং ১৯০৩০০৩৮৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৬০২০ থেকে ১৬০৫৬ - ২০২৫ সালের।
সম্পত্তি শ্রী কেশব কোঠারি, পিতা শ্রী রাকেশ কোঠারি এর নামে।
ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১১, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিট। **দক্ষিণে :** বিডন স্ট্রিট। **পূর্বে :** অংশত প্রেমিসেস নং ১২/১বি, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিট এবং অংশত ৬৩ বিডন স্ট্রিট। **পশ্চিমে :** অংশত ৬৪/২ বিডন স্ট্রিট এবং অংশত ৬৪/৩ বিডন স্ট্রিট কলকাতা।
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যূকো बैंक UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
স্টেশন রোড গড়িয়া
১৭৫, অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড
কলকাতা - ৭০০০৮৪

স্বর্ণ নিলাম নোটিশ
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে (যাঁদেরকে ''ঋণগ্রহীতা'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁদের বিবরণ নীচে প্রদত্ত সারণীতে উল্লেখ করা আছে) জানানো যাচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে, নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁদের ঋণ সুরক্ষিত করার জন্য ইউকো ব্যাংকে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/গহনা/মুদ্রা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করবেন। উক্ত নিলামটি **২৫-০৫-২০২৬ তারিখে দুপুর ১.০০ ঘটিকায় স্টেশন রোড গড়িয়া, ১৭৫, অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৪** ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।
স্বর্ণ নিলামের অন্যান্য 'সাধারণ শর্তাবলী', যার অধীনে ব্যাংক কর্তৃক নিলামটি পরিচালিত হবে, তা নীচে প্রদত্ত সারণীতে ঋণগ্রহীতার নামের পাশে দেখানো অনুযায়ী নিজ নিজ শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে।
এই 'স্বর্ণ নিলামের সাধারণ শর্তাবলী' ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত আছে। যে ব্যক্তি ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) জমা দেবেন, তিনি এখানে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং উপরে উল্লেখিত 'স্বর্ণ নিলামের সাধারণ শর্তাবলী' পড়েছেন, বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তাকে এতে স্বাক্ষর করতে হবে।
ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শাখার নোটিশ বোর্ডে নোটিশ প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, যেকোনো পর্যায়ে উপযুক্ত মনে করলে নিলাম বিক্রয় বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	অ্যাকাউন্ট	শাখার নাম	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ (টাকা)	ডাক বর্ধিতকরণ	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	সংশ্লিষ্ট শাখা
১.	বাবুলাল সিং	২২৮৮০৬১০০১৩২৩৬	স্টেশন রোড গড়িয়া	৬,৭০,০০০/-	৬৭,০০০ টাকা	২০০০ টাকা	২২.০৫.২০২৬	বিনীত কুমার এম নং - ৭৭৬১৯৪৬২৪৬ garstr@ucobank.co.in

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/- শাখা প্রধান,ইউকো ব্যাঙ্ক

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫,৫৬৫.৬৮	৫৬,৩৯০.৬৭	১৩,৭০৭.৩২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৪৯৩.২২	১,০৪১.৫৪	২৮৭.১৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৩২৩.৫২	৭৫৫.৬১	১৯৯.৭৫
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত]	৩২৪.২৩	৭৪৭.৬৭	১৯২.৭৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
পূর্ব বর্ষের ব্যালান্স শীটে প্রদর্শিত মতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)		১৩,৫৭৯.৫৮	
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.৪৯	১.১৫	০.৩০
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.৪৯	১.১৫	০.৩০

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ০৭ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তে পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও আপনি কিউআর কোড স্ক্যান করে ফলাফল দেখতে পারেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৫.২০২৬
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুন্যাল - I
(মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, ভারত সরকার)
৫ম তল, ভিখুভাই চেম্বারস, ১৮ গান্ধীকুঞ্জ সোসাইটি, কোচরব আশ্রমের নিকট, এলিসব্রিজ, পালড়ি, আহমেদাবাদ-৩৮০ ০০৬
(১ জুন ২০০৭ থেকে কার্যকর গুজরাত রাজ্যের আহমেদাবাদ, গান্ধিনগর, মেহসানা,পাটান সবরকণ্ঠ (হিম্মতনগর), বানসকণ্ঠ(পালানপুর) জেলাগুলি সম্মিলিত এরিয়ার জন্য ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আইনের ধারা ৩ অধীনে গঠিত)

(১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৯ এবং তৎসহ পঠিত ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের দ্বিতীয় তপশিল এর রুল ২ দ্রষ্টব্য)

আর সি নং ০৬/২০২৬ — ও এ নং ১৮/২০১৬
সার্টিফিকেট হোল্ডার: রাজ রাধে ফিনান্স লি.
বনাম
সার্টিফিকেট ডেটরগণ: শ্রী মনোহর অর্জনভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য

দাবি নোটিশ
প্রতি,

সিডি নং ২	**শ্রী মনোহর অর্জনভাই প্যাটেল,** এ/৯০৪, ১০মতল, সোলিটেয়ার কর্পোরেট পার্ক, ওয়াইএমসিএ ক্লাবের নিকট, এস জি হাইওয়ে, আহমেদাবাদ-৩৮০০৫৪ **আরও ঠিকানা :** মনোহর ফার্ম, আহমেদাবাদ রোড, দেহগাম, গান্ধিনগর-৩৮২৩০৫ এবং **আরও ঠিকানা :** এ-৩০২, পালক-২, শ্রীজি এনক্লেভ এর বিপরীতে, দেবপ্রিয় বাংলোর নিকট, রামদেবনগর থেকে আনন্দ নগর রোড, স্যাটেলাইট, আহমেদাবাদ।
সিডি নং ৩	**শ্রী কল্পেশ দীনেশভাই প্যাটেল,** এ/৯০৪, ১০মতল, সোলিটেয়ার কর্পোরেট পার্ক, ওয়াইএমসিএ ক্লাবের নিকট, এস জি হাইওয়ে, আহমেদাবাদ-৩৮০০৫৪। **আরও ঠিকানা :** বেরাবার, তালুক ইদার, দেলা সবরকণ্ঠ, হিম্মতনগর -৩৮৩৪৩৪।
সিডি নং ৪	**শ্রী বলবন্ত ছগনভাই প্যাটেল,** এ/৯০৪, ১০মতল, সোলিটেয়ার কর্পোরেট পার্ক, ওয়াইএমসিএ ক্লাবের নিকট, এস জি হাইওয়ে, আহমেদাবাদ-৩৮০০৫৪। **আরও ঠিকানা :** ৩, নিসর্গ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, রয়েল কলেজের বিপরিতে, ডোম্বিভ্যালি (পূ), থানে, মহারাষ্ট্র-৪২১২০১ এবং **আরও ঠিকানা** বি/১০০২, শ্রীবালাজি ক্রুপা, প্লট নং ১৯এ, সেক্টর -২০, খারগার-৪১০২১০।
সিডি নং ৫	**শ্রী ভারত নারায়ণ রুদানি,** এ/৯০৪, ১০মতল, সোলিটেয়ার কর্পোরেট পার্ক, ওয়াইএমসিএ ক্লাবের নিকট, এস জি হাইওয়ে, আহমেদাবাদ-৩৮০০৫৪। **আরও ঠিকানা :** ৬৮/১, রাস বিহারী এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৬, **আরও ঠিকানা :** ৩৩/৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০২৯।
সিডি নং ৬	**শ্রী দীনেশ ছগনভাই প্যাটেল,** নিবাস এমইউ রতনপুর ক্যাম্পা, পো : গাধকাম্পা, তালুক বেয়াদ, সবরকণ্ঠ।
সিডি নং ৭	**শ্রী তুষার চন্দুলাল প্যাটেল,** নিবাস এমইউ অমরগাধ, কাম্পা, পো : শিনোল,ঘর নং ৩৪৬,তালুক মোদাসা, সবরকণ্ঠ।
সিডি নং ৮	**শ্রীমতি ভাবনাবেন নরেন্দ্রভাই প্যাটেল,** এ-২০১, পার্থনা উপাসনা, ভদকোদ্রা-৬, জিআইডিসি, অঙ্কলেশ্বর, ভারুচ-৩৯৩০০২।
সিডি নং ৯	**শ্রী বালজি নারায়ণ ভগত (প্যাটেল),** রাম স্টোর, নক্ষত্রনা, কুচ।
সিডি নং ১০	**শ্রীমতি লীলাবেন পোপাতভাই ঠাকর,** এ-৩, উমঙ্গ হাউসিং, ভদকোদ্রা, ১০, জিআইডিসি,অঙ্কলেশ্বর, ভারুচ।
সিডি নং ১১	**বিনোদভাই বাবুভাই প্যাটেল,** ৩২, নীলকণ্ঠ সোসাইটি,মাগাহাবপুরা রাজপারদি, ঝাগাদিয়া, ভারুচ।
সিডি নং ১২	**শ্রীমতি সীতাবেন বিনোদভাই প্যাটেল,** ৩২, নীলকণ্ঠ সোসাইটি,মাগাহাবপুরা রাজপারদি, ঝাগাদিয়া, ভারুচ।
সিডি নং ১৩	**শ্রী প্রপুলভাই মহেন্দ্রভাই প্যাটেল** , বাদল ক্যাম্পা, বড়ালি, সবরকণ্ঠ।
সিডি নং ১৪	**শ্রী কালিকা শ মিল,** রেজিস্টার্ড অফিস ৩৫৭, যশোর রোড, (নাগের বাজার) , দমদম , কলকাতা -৭০০০৭৪।
সিডি নং ১৫	**শ্রী উমা ট্রেডলিঙ্কস প্রা লি.,** রেজিস্টার্ড অফিস : শপ নং ৪/১২/৮৯, জওহর মার্কেট, আহমেদাবাদ রোড, দেহগাম, গান্ধিনগর- ৩৮২৩০৫।
সিডি নং ১৬	**কাইজার বিল্টটেক প্রা লি.** (পূর্বতন কাইজার কমোডিটিজ প্রা লি হিসেবে পরিচিত) রেজিস্টার্ড অফিস : শপ নং ৪/১২/৮৯, জওহর মার্কেট, আহমেদাবাদ রোড, দেহগাম, গান্ধিনগর- ৩৮২৩০৫।
সিডি নং ১৭	**কালিকা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রা লি.** রেজিস্টার্ড অফিস : এ-৩০২, পালক -২, বিশাল রেসিডেন্সি এর বিপরীতে, রামদেবনগর থেকে আনন্দনগর রোড, স্যাটেলাইট, আহমেদাবাদ।
সিডি নং ১৮	**দৃষ্টি হোম ডেকর প্রা লি.,** রেজিস্টার্ড অফিস : এ-৩০২, পালক -২, বিশাল রেসিডেন্সি এর বিপরীতে, রামদেবনগর থেকে আনন্দনগর রোড, স্যাটেলাইট, আহমেদাবাদ।

সংশ্লিষ্ট রিকভারি সার্টিফিকেট ইস্যুকৃত -টিএ/ওএ/এমএ/মিস আই এ/এক্স, পেট/নং ১৮/২০১৬ মহামান্য প্রিজাইডিং অফিসার, ডিআরটি -১, আহমেদাবাদ কর্তৃক নির্দেশিত মতে পরিমাণ ১৯,৫০,৫৫,৭৯২.২১ টাকা (উনিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশো বিরানব্বই টাকা একুশ পয়সা) বকেয়া আপনাদের ।
এতদ্বারা আপনাদের আহ্বান করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট উক্ত/নিম্নে বর্ণিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে আইন মোতাবেক আদায় করা হবে।
সংশ্লিষ্ট উক্ত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আদায় দিতে দায়বদ্ধ :
ক) রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী সুদ এবং শুল্ক ।
খ) বকেয়া আদায়ের জন্য গৃহীত সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য ।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিল মোহর প্রদত্ত, তারিখ ২৭ এপ্রিল ২০২৬।
পরবর্তী তারিখ : ২৩.০৬.২০২৬
(লাভ কুমার)
রিকভারি অফিসার-২/১.সি
ডিআরটি-১, আহমেদাবাদ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পব, পিন - ৭৪২১০১, ইমেল : zoberhampore@indianbank.bank.in

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী বিজয় বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, গ্রাম - বগুলা স্টেশন পাড়া, পো- বগুলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০২ সংশ্লিষ্ট **বগুলা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৬৫,৯০৮.০০ টাকা** (এগার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নশো আট টাকা) উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ মে ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **১১,৬৫,৯০৮.০০ টাকা** (এগার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নশো আট টাকা) ০৭.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : জমি এবং ভবন মৌজা -বগুলা, জেএল নং ৬৯, এলআর প্লট নং ৪৮০, খতিয়ান নং ৪৮০, খতিয়ান নং এলআর ৮৮৬০, এরিয়া ২.৫০ ডেসিমেল, শ্রেণি- বাড়ি, পো -বগুলা, থানা : হাঁসখালি, বগুলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বগুলা কলেজপাড়া, নদিয়া উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৫০১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও - হাঁসখালি-২০১৮ সালেরের, তারিখ ১৪.০৩.২০১৮। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোপাল বিশ্বাসের জমি। দক্ষিণে : প্রফুল্ল বিশ্বাসের ভবন। পূর্বে : গোপাল বিশ্বাস এর জমি। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড।
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ স্থান : বগুলা
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Punjab & Sind Bank
খিদিরপুর শাখা
১৫, কোল ডক রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৩ ইমেল : k0876@psb.co.in
কোনো বাধ্যবাধকতাহীন

১. সুন্দর লাল (ঋণগ্রহীতা), পিতা প্রয়াত অমি লাল বাল্মিকী, বিএল-নিউ, ২য়তল, ফ্ল্যাট -১এ, বি২/৪৮/৪/২১৯/১-২, সন্তোষপুর গভর্নমেন্ট কলোনি, এলপি-৪৮/১০/৬/১,কলকাতা-৭০০১৪২, পশ্চিমবঙ্গ।
২. শ্রীমতি রূপা বাল্মিকী (সহ-ঋণগ্রহীতা), স্বামী সুন্দর লাল, বিএল-নিউ, ২য়তল, ফ্ল্যাট -১এ, বি২/৪৮/৪/২১৯/১-২, সন্তোষপুর গভর্নমেন্ট কলোনি, এলপি-৪৮/১০/৬/১,কলকাতা-৭০০১৪২, পশ্চিমবঙ্গ।

বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
প্রিয় স্যার / ম্যাডাম,
১. যে আপনারা, প্রাপক নং ১ এবং ২, ব্যাংকের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সেই অনুরোধের ভিত্তিতে ব্যাংক আপনাদেরকে নীচে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত নিম্নলিখিত ঋণ সুবিধা(গুলি) অনুমোদন ও মঞ্জুর করেছে :

সুবিধার ধরণ	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	অ্যাকাউন্ট নাম্বার	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনের পরিমাণ (টাকা)	সুদের হার মাস অন্তর বার্ষিক সুদের হার (অনুমোদনের সময়)
হাউজিং লোন	**সুন্দর লাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা আমি লাল বাল্মীকি **ও রূপা বাল্মীকি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী সুন্দর লাল	০৮৭৬১২০০০০০৩৮২	২৮.০৫.২০২১	৬,০০,০০০/-	ইবিএলআর (রেপো রেট এবং ক্রেডিট রিস্ক প্রিমিয়াম ও বিজনেস স্ট্র্যাটেজি প্রিমিয়াম ৪.০০ +০.২১ +২.৭৯ = ৭.০০%

সরকারি পেনশনভোগী / গৃহিণী
উক্ত ঋণ সুবিধা যথাযথভাবে সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, উত্তর-পূর্ব দিকে দোতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৬৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উত্তর পূর্ব দিকে দোতলায়, মৌজা গোবিন্দপুর জেএল নং ৯, এলওপি নং ৪৯৭/৫৪৭, সিএস প্লট নং ১৯৭(অংশ) এবং ২৩২ (অংশ), ওয়ার্ড ং ১৬, মহেশতলা পুরসভা, থানা : মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪২। উক্ত ফ্ল্যাট নথিভুক্ত হস্তান্তর দলিল নং ১-৭১৮৬/২০২১ অনুযায়ী নথিভুক্ত নথিভুক্ত বুক নং -১, ভুল্যম নং ১৬০৭-২০২১, পৃষ্ঠা ২৬৩৪২০ থেকে ২৬৩৪৮১, দলিল নং ১৬০৭০৭১৮৬ -২০২১ সালের।
২. প্রাপক নং ১ এবং ২ সংশ্লিষ্ট ২১.০৬.২০২১ তারিখে উক্ত ঋণসুবিধার জন্য বিভিন্ন ঋণচুক্তি সম্পাদন করেছেন এবং সম্মত হয়েছেন (ইএমআই) সুদ দিতে ইবিএলার-৩ শতাংশ বার্ষিক হারে মাস অন্তর ব্যাঙ্কের সময়ে সময়ে নির্দেশাবলি অনুযায়ী উক্ত সুবিধার জন্য।
৩. প্রাপক ১ এবং ২ সমপরিমাণ বন্ধক রেখেছেন স্থাবর সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, উত্তর-পূর্ব দিকে দোতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৬৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির উত্তর পূর্ব দিকে দোতলায় মৌজা- গোবিন্দপুর, জেএল নং ৯, এলওপি নং ৪৯৭/৫৪৭, সিএস প্লট নং ১৯৭(অংশ) এবং ২৩২(অংশ) ওয়ার্ড নং ১৬, মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা : মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪২। উক্ত ফ্ল্যাট নথিভুক্ত হস্তান্তর দলিল নং ১-৭১৮৬/২০২১ অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০২১, পৃষ্ঠা ২৬৩৪২০ থেকে ২৬৩৪৮১,দলিল নং ১৬০৭০৭১৮৬ -২০২১ সালের।
৪. বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে : -
ক) **বন্ধকদাতার নাম : প্রাপক নং ১ সুন্দর লাল এবং প্রাপক নং ২. রূপা বাল্মিকী।**
বন্ধকদত্ত : পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক।
গ) পরিমাণ জামিনদত্ত : ৬,০০,০০০(ছয় লাখ টাকা)।
ঘ) সুদের হার : ইবিএলআর- ৩ শতাংশ বার্ষিক মাস অন্তর।
ঙ) বন্ধক দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত : উক্ত ঋণ সুবিধা যথাযথভাবে সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, উত্তর-পূর্ব দিকে দোতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৬৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উত্তর পূর্ব দিকে দোতলায়, মৌজা গোবিন্দপুর জেএল নং ৯, এলওপি নং ৪৯৭/৫৪৭, সিএস প্লট নং ১৯৭(অংশ) এবং ২৩২ (অংশ), ওয়ার্ড ং ১৬, মহেশতলা পুরসভা, থানা : মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪২। উক্ত ফ্ল্যাট নথিভুক্ত হস্তান্তর দলিল নং ১-৭১৮৬/২০২১ অনুযায়ী নথিভুক্ত নথিভুক্ত বুক নং -১, ভুল্যম নং ১৬০৭-২০২১, পৃষ্ঠা ২৬৩৪২০ থেকে ২৬৩৪৮১, দলিল নং ১৬০৭০৭১৮৬ -২০২১ সালের।
স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত এর বিস্তারিত : দলিল নং ১-৭১৮৬/২০২১ তারিখ ৩০.০৬.২০২১।
চ) সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং ৫৪৪, দক্ষিণে : এলওপি নং ৫৪৮,পূর্বে : ১৮ ফুট চওড়া কলোনি রোড। দক্ষিণে : এলওপি নং ৫৪৬।
ছ) বর্তমান পরিমাণ বকেয়া **৩,৪৬,৮৮৯.৯৮ টাকা** (তিন লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশো উননব্বই টাকা আটানব্বই পয়সা) **০৮.০৪.২০২৬** অনুযায়ী এবং পরবর্তী বকেয়া সুদ এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য চার্জ সকল।
৫. উক্ত ঋণটি সুদসহ ইএমআই-এর মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য ছিল। সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত, মাসিক বিরতিসহ বার্ষিক ২ শতাংশ হারে দণ্ডমূলক সুদ ছাড়াও আরও সুদ প্রযোজ্য ছিল।
৬. আপনি অনুমোদন এবং ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্রের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, মাসিক বিরতিসহ স্বাভাবিক সম্মত সুদের হারের অতিরিক্ত বার্ষিক ২ শতাংশ হারে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিলেন।
৭. **৩১-০৩-২০২৬ তারিখে** অ্যাকাউন্টটি আইনের ধারা ২(ও)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এনপিএ ঘোষণার তারিখে বকেয়ার পরিমাণ ছিল **৩,৪৬,৮৮৯.৯৮ টাকা** (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশত ঊননব্বই টাকা এবং আটানব্বই পয়সা)।
৮. আমার ব্যাংক হিসাবের নিয়মিত খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এখন একটি টাকার পরিমাণ... **৩,৪৬,৮৮৯.৯৮ টাকা** (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশ ঊননব্বই টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) এবং বর্তমান তারিখ পর্যন্ত বকেয়া সুদসহ, উপরে উল্লিখিত ঠিকানাধারীদের কাছ থেকে আইনত প্রাপ্য ও আদায়যোগ্য এবং আপনারা সকলে যৌথভাবে ও পৃথকভাবে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ, খরচ এবং অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংক চার্জসহ উপরোক্ত বকেয়া ব্যাংকে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ।
৯. ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা অনুসারে সুদের হার সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী হাউজিং লোনের জন্য বর্তমান সুদের হার বার্ষিক ৮.৩৫ শতাংশ যা মাসিক কিস্তিতে প্রযোজ্য।
১০. আপনি উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন।
১১. যেহেতু আপনি উপরে উল্লিখিত লোন অ্যাকাউন্ট(গুলি)তে ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই ব্যাংক নিম্নলিখিত অর্থ আদায় করতে পারে **০৮.০৪.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী **৩,৪৬,৮৮৯.৯৮ টাকা** (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশ ঊননব্বই টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) এবং এর সাথে ০৮-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে বার্ষিক **৮.৩৫ শতাংশ** হারে মাসিক কিস্তিতে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য ব্যাংক চার্জ।
১২. আপনাকে আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুসারে, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত, এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোনও জামানতি সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে (আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যতীত) হস্তান্তর করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে, ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান লঙ্ঘন করলে ২০০২ এর আইনের ধারা ২৯-এ বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।
১৩. সারফেইসি আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যার অধীনে আপনি শুধুমাত্র প্রকাশ্য নিলাম, দরপত্র আহ্বান, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপত্র অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ) বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়সহ বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে, যদি প্রকাশ্য নিলাম, দরপত্র আহ্বান, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপত্র অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়সহ বকেয়া পাওনার সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা না দেওয়া হয়, তবে আপনি সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ) খালাস করার অধিকারী নাও হতে পারেন।
১৪. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালত এবং/অথবা ট্রাইব্যুনালে যথাযথ আইনি কার্যক্রম শুরু করাসহ ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্যান্য অধিকার এবং প্রতিকারসমূহের উপর কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে পাঠানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি, সংশোধিত নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ধারা ১৩৮ এবং/অথবা সংশোধিত পেমেন্ট অফ সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৭-এর অধীনে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত যেকোনো অভিযোগের বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।
১৫. অতএব, আমি এই আইনি নোটিশের বলে, এতদ্বারা আপনাদের সকলকে অর্থাৎ ঠিকানা নং ১ এবং ঠিকানা নং ২-কে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে **৩,৪৬,৮৮৯.৯৮ টাকা** (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশত ঊননব্বই টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) এবং বকেয়া সুদসহ মাসিক কিস্তিতে ব্যাংকে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায়, ব্যাংক উপরোক্ত সুরক্ষিত পাওনা আদায়ের জন্য সারফেইসি আইন, ২০০২-এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনারা এর থেকে উদ্ভূত সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে এই নোটিশের একটি অনুলিপি আমাদের অফিসে রাখা হয়েছে।
আপনাদের বিশ্বস্ত,
(অনুমোদিত কর্মকর্তা)
তারিখ : ০৯.০৫.২০২৬ স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক

● নীতি আয়োগের নতুন ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোককুমার লাহিড়ি। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আশোককুমার লাহিড়ি এর আগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নীতি আয়োগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শিক্ষা জগৎ, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজের অভিজ্ঞতা অশোক লাহিড়ির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাঁর অভিজ্ঞতা দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারে অশোককুমার লাহিড়ির নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করছে নীতি আয়োগ।

বিজয়কে সমর্থন করায় 'হাত' ছাড়ল ডিএমকে

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ৮ মে: তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সমীকরণ ছাপ ফেলল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। চিত্রতারকা-রাজনীতিক থলপতি বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে)-এর সঙ্গে ভোট পরবর্তী জোট গড়ার কারণে কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়ায় কথা ঘোষণা করল বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে। সংসদে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সমন্বয় করবে না বলে শুক্রবার জানানো হয়েছে ডিএমকে-র তরফে।

স্ট্যালিনের বোন তথা লোকসভার ডিএমকে-র নেত্রী শুক্রবার কানিমোঝি স্পিকারকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন যাতে দলের সাংসদদের আসন বিন্যাস তাঁদের প্রাক্তন মিত্রদের (বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া') পাশের বর্তমান অবস্থান থেকে পরিবর্তন করা হয়। লোকসভার ডিএমকে-র আসনসংখ্যা ২২। তাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার লোকসভায় 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা' এড়াতে পারবে বলে মনে করছেন অনেকেই। প্রসঙ্গত, ২০১৪-র লোকসভা ভোটের আগে হঠাৎই কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়েছিল ডিএমকে।

দ্রাবিড় রাজনীতিতে সাত দশকের ডিএমকে-এআইডিএমকে সমীকরণ তছনছ করে প্রথম স্থান পেয়েছে বিজয়ের দল টিভিকে। ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮টি আসন। কিন্তু কোনও দল বা জোটই তা পায়নি। চিত্রতারকা বিজয়ের টিভিকে ১০৮টিতে জিতে একক বৃহত্তম দল হয়েছে। যদিও বিজয় দু'টি আসনে জয়ী হওয়ায় তাদের বিধায়ক সংখ্যা ১০৭। কিন্তু এর ফলে বিধায়ক সংখ্যা ২৩৩-এ নেমে আসায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদুসংখ্যা কমে ১১৭-য় দাঁড়িয়েছে। ডিএমকে-কংগ্রেস-বাম জোট ৭৪ এবং এআইডিএমকে বিজেপি জোট ৫৩টি জিতেছে।

ডিএমকে একক ভাবে ৫৯টি আসনে জিতলেও দলের প্রধান তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন পরাজিত। তাঁর সহযোগী কংগ্রেস জিতেছে পাঁচটিতে। অন্য দিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামীর দল এআইডিএমকে ৪৭ এবং তাঁর সহযোগী বিজেপি একটিতে জিতেছে। তাদের আর এক সহযোগী পিএমকে পেয়েছে চারটি। কংগ্রেস আগেই বিজয়কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বুধবার রাতে রাজ্যপাল বিশ্বনাথ জানিয়েছিলেন ১১৮ বিধায়কের সমর্থনপত্র না পেলে টিভিকে-কে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাবেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের সহযোগী দুই বাম দল, সিপিএম এবং সিপিআই আর দলিত সংগঠন ভিসিকে শুক্রবার বিজয়কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। তিনটি দলেরই দু'জন করে বিধায়ক রয়েছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদুসংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছেন বিজয়।

সোমনাথ মন্দির আমাদের সভ্যতার এক অপরাজেয় সংকল্পের প্রতীক: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, আগামী ১১ মে পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দির উৎসর্গের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করবেন। এই বিশেষ মুহূর্তকে সামনে রেখে তিনি সোমনাথ মন্দিরকে ভারতীয় সভ্যতা ও বিশ্বাসের অনন্য নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সেই সব বীর ও মহাপুরুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যাঁরা ইতিহাসের কঠিনতম সময়েও সোমনাথের মর্যাদা রক্ষা ও পুনরুদ্ধারে আত্মত্যাগ করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে নিজের একটি নিবন্ধ ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পবিত্র স্থানটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এর সুরক্ষা ও পুনর্নির্মাণের জন্য দেশের বহু প্রজন্মকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর মতে, সোমনাথ কেবল একটি দেবালয় নয়, বরং এটি ভারতের প্রাণশক্তির এক অটুট সংকল্প। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যেমন প্রতিকূলতার মাঝেও মানুষের অদম্য সাহসের কথা বলে, সোমনাথও ঠিক তেমনই বারবার ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে ওঠার প্রেরণা দেয়। তিনি উল্লেখ করেন, প্রভাস তীর্থের পরিক্রমা যেন সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমারই নামান্তর, যেখানে ভক্তরা ভারতীয় সভ্যতার সেই চিরন্তন জ্যোতি অনুভব করেন যা কোনোদিন নির্বাপিত হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর লেখায় মহারাজ ধারসেন চতুর্থ, রাজা ভোজ, পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাই হোলকার এবং বীর হামিরজি গোহিলের মতো অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ও বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করেন। বিশেষ করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর সর্দার প্যাটেল

সমুদ্রের জল হাতে নিয়ে এই মন্দির পুনর্নির্মাণের যে শপথ নিয়েছিলেন, আজ তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৫১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মন্দিরের উদ্বোধন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

বিগত এক দশকের কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার 'বিকাশ ও ঐতিহ্য' (বিকাশ ভি, বিরাসত ভি) মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাজ করছে। সোমনাথ থেকে কাশী এবং অযোধ্যা থেকে কেদারনাথ; প্রতিটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রকে আধুনিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আগামী এক হাজার দিন ধরে বীর ও দানবীরদের স্মরণে বিশেষ পূজার আয়োজন করার কথা ঘোষণা করে তিনি দেশবাসীকে সোমনাথ ধাম দর্শনের আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বাস করেন, সোমনাথের চত্বরে দাঁড়ালে কেবল ভক্তি নয়, বরং ভারতের সেই অপরাজেয় চেতনার স্পন্দন অনুভব করা যায়, যা যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রকে পথ দেখিয়ে আসছে।

মার্কিন হামলার পালটা জবাব ইরানের

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৮ মে: চলমান শান্তি প্রচেষ্টার মধ্যেই তেহরান থেকে হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে। ইরানের সেনাবাহিনীর দাবি, মার্কিন বাহিনী উপকূলবর্তী জলসীমায় একটি ইরানি তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ফুজাইরাহ বন্দরের কাছে আরও একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ইরানের বন্দর খামির, সিরিক এবং কেশম দ্বীপের একাধিক বেসামরিক এলাকাতেও মার্কিন বিমান হামলার অভিযোগ উঠেছে। ইরানের দাবি, এই হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ডের (সেন্টকম) দাবি, আত্মরক্ষার স্বার্থেই এই হামলা চালানো হয়েছে। তাদের দাবি, হরমুজ প্রণালীতে ইরানের নৌবাহিনী মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং দ্রুতগামী নৌকা ব্যবহার করে হামলা চালায়। এরপরই ইরানের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করা হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের উপর হামলাকে 'ভালোবাসার চড়' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'সামরিক বিরতি এখনও কার্যকর রয়েছে। কিন্তু ইরান আমাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে, আমরাও জবাব দিয়েছি।' একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, যুদ্ধ শেষ করতে কূটনৈতিক আলোচনা ইতিবাচক দিকেই এগোচ্ছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (ব্লু লাইন) ২৬টি মেট্রো স্টেশনে ২০০০০ লিটার ক্ষমতার ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্ক নির্মাণ এবং এর সংযোগ ও আনুষঙ্গিক কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়: ₹ ১,৯৮,৮৫,৮৮০.১২; বায়না মূল্য : ₹ ৩,৯৭,৭০০.০০; কাজ শেষ করার সময়সীমা: ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়। টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী বা শুদ্ধিপত্র, যদি থাকে, শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।**

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিভিল-২৫৬৪-২০২৬-(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

DAYCO SECURITIES PVT LTD

Registered Address: Poddar Point B Block (North), 7th Floor, 113 Park Street, Kolkata – 700016, India. Contact: 9231023724; (SEBI REG NO: SEBI RIA : INA300016701 | SEBI RA : INH000012892 | STOCK BROKER : INZ000265037 | NSDL : IN-DP-NSDL-28-97 | PFRDA : POP 24092018 | AMFI : ARN-46706 | GSTIN: 19AAACD9409P1Z2 | CIN: U67120WB1994PTC064961)

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Dear Sir/Madam,

We would like to inform you to remain cautious of fraudulent links, fake WhatsApp and Instagram groups such as "A578 - DAYCO Financial Group", fake applications using our name, and unauthorized payment requests misusing the name of Dayco Securities Pvt Ltd.

Please stay alert and avoid:

- Joining unverified WhatsApp/Instagram/Telegram groups.
- Downloading fake applications claiming to be associated with Dayco.
- Clicking on suspicious links or QR codes.
- Making payments to personal or unauthorized accounts.

Please note:

- We do NOT promise or guarantee any fixed or high returns.
- Do NOT make payments through random links, QR codes, or personal accounts.
- Always verify before joining any group or downloading any application using the Dayco name.

Our official platforms are:
Website: https://daycoindia.com/
Trading Platform: https://daycoindia.com/daycoapp
(You can download our app only from this link or through the official Play Store / App Store)
The payment link will only contain: daycoindia.com

If you receive any suspicious message, fake app link, group invitation, or payment request claiming to be from Dayco, kindly verify with our official support team before taking any action.

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল -২

৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
মামলা নং আরসি/৮৫/২০২৫
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
সঞ্জীব কুমার বোস

বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য রিকভারি অফিসার ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক **১০.০৪.২০২৬** তারিখের নির্দেশে অনুযায়ী নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে :

"স্বত্ব দলিল নং ১-১০৪১ -২০১১ সালের, সম্পত্তি শ্রীমতি শম্পা বোস, স্বামী শ্রী সুরজিৎ বোস এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই-১, ৫ম তলে, পরিমাপ ৫৬০ বর্গফুট (কমবেশি), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৭২ বর্গফুট (কমবেশি), ১ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং রুম, ড্রইং রুম, বাথ রুম, প্রিভি এবং ১ ব্যালকনি পরিচিত চৈতালী কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স নামে, রথতলা, উক্ত ভবনে কাঁচরাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন (বর্তমানে কল্যাণী পুরসভা), এডিএসআর -কল্যাণী, থানা -কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।"

সাধারণ নিলাম মাধ্যমে **'যে যেমন আছে'** ভিত্তিতে ই-নিলাম মাধ্যমে এবং ট্রাইবুনালের চুরান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা** এর অনুকূলে নেট ব্যাঙ্কিং মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সার্টিফিকেট হোল্ডারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে বায়না জমা দাখিল করবেন। উক্ত জমা সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে সমন্বিত হবে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ই-নিলাম রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হবে। সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার অব্যবহিতভাবে ২৫ শতাংশ বায়না জমা সমন্বিতভাবে বিক্রয় পরবর্তী দিবসের বিকেল **৪ টার মধ্যে** দাখিল করতে হবে। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট দিনটি ছুটির দিন হয় বা রবিবার হয় সেক্ষেত্রে প্রথম কাজের দিনে তা দাখিল করতে হবে, ব্যর্থ হলে বায়না জমা দাখিল বাজেয়াপ্ত হবে।

ক্রেতাকে ৭৫ শতাংশ বিক্রয় প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট জমা নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য **৯,১২,০০০ টাকা** (নয় লাখ বারো হাজার টাকা) এর কমে বিক্রি করা যাবে না এবং ১ শতাংশ সংক্ষিত মূল্যের বর্ধিত ডাক পরিমাণ ধার্য হবে। সংশ্লিষ্ট মামলা **আরসি/৮৫/২০২৫, তারিখ ২১.০৪.২০২৬** অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি একই থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলাম (ই-নিলাম) মাধ্যমে **১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে ৩ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম প্ল্যাট ফর্ম ওয়েবসাইট : https://drt.auctiontiger.net** মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতা **https://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় নোটিশ ডাউনলোড করতে এবং তাদের নাম নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ০৮.০৬.২০২৬ তারিখের পূর্বে নথিভুক্ত করতে হবে রিকভাবি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা , কলকাতায় প্রদেয় হিসেবে তাদের প্রস্তাব সহ পে অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে বায়না জমা সহ দাখিল করতে হবে।

তবে, নিলাম চলাকালীন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটা কোনো ত্রুটির জন্য অধঃস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।

অনলাইনে লগইন করে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য, ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী / আগ্রহী ক্রেতাদের কাছে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি পাঠানো হবে এবং এর সাথে পরবর্তী নির্দেশনা (যদি থাকে) প্রদান করা হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ **ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নম্বর ৯৯৭৮৫ ৯১৮৮৮, ই-মেইল support@auctiontiger.net**।

আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং অন্য যেকোনো সহায়তা / সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট **https//drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **শ্রী শুভেন্দু দাস, চিফ ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ফোন নং ৯৪৩৩৬ ২৫৫৮৫, ই-মেইল k546@indianbank.co.in**

স্বা/- প্রেম চাঁদ শর্মা
রিকভারি অফিসার,
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ॥
কলকাতা

তারিখ : ২১.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

বোলারদের দাপটে ঘরের মাঠে ১৪২-এ থামল দিল্লি! এগিয়ে কেকেআর

ময়দান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের শেষ লগ্নে এসে প্রতিটি ম্যাচই এখন কার্যত নক-আউটের সমান। বিশেষ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের মতো দলগুলির জন্য কোনও ভুলের জায়গা নেই। পয়েন্ট টেবিলের মাঝামাঝি থাকা এই দুই দলের কাছেই ম্যাচটা ছিল বাঁচা-মরার লড়াই। সেই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করল অজিঙ্ক রাহানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। দুর্দান্ত বোলিংয়ের জোরে দিল্লি ক্যাপিটালসকে মাত্র ১৪২ রানে আটকে দিয়ে ম্যাচে নিজেদের দাপট দেখাল তারা।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় কেকেআর। শুরুতে দিল্লির দুই ওপেনার পাথুম নিশঙ্কা এবং কেএল রাহুল বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন। পাওয়ার প্লে-তে দ্রুত রান তুলে দলকে ভালো ভিত দেওয়ার চেষ্টা করেন দু'জনেই। বিশেষ করে রাহুল বেশ কিছু আকর্ষণীয় শট খেলেন। তবে তাঁর ইনিংস বেশি বড় হতে দেননি কার্তিক ত্যাগী। বড় শট খেলতে গিয়ে বাউন্ডারির কাছে ক্যাচ দিয়ে ফিরতে হয় দিল্লির তারকা ব্যাটারকে।

রাহুল আউট হওয়ার পরেও নিশঙ্কা একপ্রান্ত ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে দিল্লি। নীতীশ রানাকে ফিরিয়ে দেন ক্যামেরন গ্রিন। এরপর সমীর রিজভিও বড় শট খেলতে গিয়ে সুনীল নারিনের বলে ক্যাচ দেন। কিছুক্ষণ পর অনুকূল রায়ের ঘূর্ণিতে বিপদ আরও বাড়ে দিল্লির। এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে স্টাম্পড হন সেট হয়ে যাওয়া নিশঙ্কা। কেকেআরের তরুণ উইকেটকিপার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী দুর্দান্ত দক্ষতায় কাজটা সম্পূর্ণ করেন।

তারপর একই ওভারে ট্রিস্টান স্টাবসকেও ফেরান অনুকূল। মাত্র

৮৯ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে তখন চাপে দিল্লি। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল এবং আশুতোষ শর্মা। দু'জনে মিলে ধীরে ধীরে রান বাড়াতে থাকেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন। তবে বৈভব আরোরার বলে অক্ষর ১১ রানে আউট হলে সেই জুটি ভাঙে। বাউন্ডারির ধারে অনুকূল রায়ের নেওয়া অসাধারণ ক্যাচটি ম্যাচের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকে।

অক্ষর ফিরে যাওয়ার পর আশুতোষ কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। শেষের দিকে কয়েকটি বড় শট খেলে স্কোরকে লড়াই করার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। ২৮ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে ছিল তিনটি চার এবং তিনটি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হলেও দিল্লি কোনওরকমে ৮ উইকেটে ১৪২ রান তুলতে সক্ষম হয়।

কলকাতার বোলারদের মধ্যে অনুকূল রায় এবং কার্তিক ত্যাগী দু'টি করে উইকেট নেন। এছাড়া ক্যামেরন গ্রিন, সুনীল নারিন এবং বৈভব আরোরাও একটি করে উইকেট পান। বরুণ চক্রবর্তী উইকেট না পেলেও চার ওভারে মাত্র ২৮ রান দিয়ে দিল্লির রান তোলার গতি আটকে রাখেন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেকেআরের এই নিয়ন্ত্রিত বোলিং পারফরম্যান্স তাদের প্লে-অফের লড়াইয়ে নতুন আশা জাগাল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৫-২০২৫-২৬-আর, তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৫-২০২৫-২৬-আর; কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে স্বল্প উচ্চতার ব্রিজগুলির নিচে ইনসুলেশন পেইন্ট-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,৩৮,২৯,৫৩০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ২,৭৬,৬০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদঃ** এলওএ জারি করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৬** তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনীর বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

SDAH-32/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৬-৪২৮, তারিখ ঃ ০৫.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** এইএন/সেটেলমেন্ট/গার্ডেনরিচ-এর অধিক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়, নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, অফিস রেস্ট হাউস, বি.এন.আর. অফিসার্স ক্লাব, নিউ ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন এবং অন্যান্য মনোনীত অবস্থানের রেল প্রাঙ্গন/ক্যাম্পাসের ভিতরে এক বছরের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে টবে-রোপিত বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত ইন্ডোর ও আউটডোর পূর্ণবয়স্ক বাহারী গাছপালা ও মৌসুমী ফুল সরবরাহ, প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৯৭,৯২০ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ১,৮২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৬.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার সূচি-র পরিবর্তন, সংশোধনী, পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। হেল্প ডেস্ক যোগাযোগ নং ঃ ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩।

(PR-144)

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY

Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Two (02) Nos. of Construction and Repairing Crematorium and mourner shed at Ward No. 12 and 13 under development fund within Ghatal Municipality. **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-1e/2026-27, Dated: 08/05/2026, Tender ID : 2026_MAD_1023845_1 to 2.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

"ফর্ম নং আইএনসি - ২৬"
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা
(পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত

এবং

২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

গঙ্গোত্রী মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U51494WB1996PTC077932) রেজিস্টার্ড অফিস ২৮/২, শেক্সপীয়র সরণি, রুম নং ৫০৩, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির **২৭ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে। কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তলে, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি উপরে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মেসার্স গঙ্গোত্রী মার্চেন্টস
প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সিদ্ধার্থ চৌধুরি
(ডিরেক্টর)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০৫.২০২৬ (ডিন : ০০৪২২৬০৭)

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস: হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, চতুর্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য সারফায়েসি এ্যাক্ট, ২০০২ অধীন)

যেহেতু ব্যাঙ্ক, সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি) এর সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শাখা / অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি
শাখা: বেড়াবেড়ি **অ্যাকাউন্ট- শ্রী সুবীর কোলে (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী অর্চনা কোলে (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা:** গ্রাম- দুর্গারামপুর, ডানসি, পোঃ- মল্লাশিমলা, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২২৩	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন গ্রাম- দুর্গারামপুর, পোঃ- মল্লাশিমলা, পিন- ৭১২২২৩-এ অবস্থিত মৌজা- ডানসি, জে.এল. নং- ৮৯, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং- ৭৬৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ১০৪১-এ শ্রী সুবীর কোলে-এর নামে থাকা ৪ শতক পরিমাপের "বাস্তু জমি" এবং তদুপরি আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার গিফট ডিড নং- ২৪৩৮, তারিখ ১০-০৫-২০২২। **ভবনের সীমানা:- উত্তরে:** অক্ষয় কুমার কোলে-এর বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** সনাতন কোলে-এর বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে:** শিশির কুমার কোলে-এর বাড়ি দ্বারা।	**২৮,৫৪,০৪৬.৭০/- টাকা সহ ইউসিআই এবং তার উপর খরচ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ৩০/০৪/২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৪.০৮.২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য-** ২৬,৯৭,০০০/- টাকা **ইএমডি-** ২,৬৯,৭০০/- টাকা
শাখা: কাঁথি **অ্যাকাউন্ট- মেসার্স শবনম ক্যাশিয়ু প্রসেসিং ডিরেক্টর/জামিনদার/বন্ধকদাতা শ্রী সামিউল আলী শাহ (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতী আনোয়ারা বেগম (জামিনদার)** **ঠিকানা:** গ্রাম- বধিয়া, পোঃ- নামাল, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪০১	শ্রী সামিউল আলী শাহ এবং শ্রীমতী আনোয়ারা বেগম -এর নামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার অন্তর্গত পোঃ- নামাল, পিন- ৭২১৪০১ -এ অবস্থিত মৌজা- বধিয়া, জে.এল. নং- ২৬৯, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং- ১১৯৩ এবং ১১৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬০৩ এবং ১৫৭৫-এ প্রায় ১৫.১৪৭ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তদুপরি একতলা আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে:** রাহিবুর আলী শাহ -এর বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:** পিচ রাস্তা এবং রাজিউল আলী শাহ দ্বারা, **পূর্বে:** সেখ রশিদ-এর বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা দ্বারা।	**২,০৯,৩৪,৩১৫.০৭/- টাকা সহ ইউসিআই এবং তার উপর খরচ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ২১.০৪.২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৪.০৭.২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য-** ৪৭,০০,০০০/- টাকা **ইএমডি-** ৪,৭০,০০০/- টাকা
শাখা: মেদিনীপুর **অ্যাকাউন্ট- শ্রী সুজয় ঘোড়াই (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- অনিল কুমার ঘোড়াই **শ্রীমতী মুক্তি প্রধান (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- সুজয় ঘোড়াই **ঠিকানা :** গ্রাম- নজরগঞ্জ, সমাজবাড়ি, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১০১	শ্রী সুজয় ঘোড়াই এবং শ্রীমতী মুক্তি প্রধান-এর নামে থাকা মৌজা- নজরগঞ্জ, জে.এল. নং- ১৭৭, হোল্ডিং নং- ৯৪৮/১২১৬/৩২৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৮৫, সংশোধিত এল.আর. খতিয়ান নং- ১৭২৬ এবং ১৭৩৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৫, আর.এস. দাগ নং- ৫৯৬ এবং ৫৯৭, এল.আর. দাগ নং- ১১৮৬ এবং ১১৮৭-এ ৪.৮৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা:- উত্তরে:** মলয় জানা -এর সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণে:** ১১ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** যাতায়াতের রাস্তা এবং সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে:** প্রলয় জানা-এর সম্পত্তি দ্বারা।	**৬২,১৯,২৫৪.৮৪/- টাকা সহ ইউসিআই এবং তার উপর খরচ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ২৯.০৮.২০২৪ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৮.১১.২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য-** ৩৭,৪৭,৫০০/- টাকা **ইএমডি-** ৩,৭৪,৭৫০/- টাকা

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত।
পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) অকশন বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে **https://BAANKNET.com ওয়েবসাইটের** মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) **নিলামের তারিখ ও সময়: ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তির জন্য, যার পরে প্রতিটির ১০ মিনিটের জন্য সীমাহীন সম্প্রসারণ থাকবে, অর্থাৎ শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে, নিলামটি আরও ১০ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে।** শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। নিলামটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে শুরু হবে। **বিডাররা তাদের প্রস্তাবগুলি ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র)-র গুণিতকে বৃদ্ধি করবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ০৯.০৫.২০২৬ থেকে ২৫.০৫.২০২৬ পর্যন্ত সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড নিতে হবে।** সম্ভাব্য বিডাররা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হয়, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণযোগ্য অন্যান্য প্রক্রিয়া উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে দেখতে পারেন। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহী বিডাররা **শ্রী নীহার রঞ্জন কুয়ানর - মোঃ ৭০০৮৩৭৩৪২৬ অথবা শ্রী অভিষেক দলুই - মোঃ ৮২৭৬৮০৩৫১৩ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

(৪) বিডারদেরকে কিছু আনুষ্ঠানিকতা আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে যেমন:
ক) বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন- বিডারকে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টালে **https://BAANKNET.com** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
খ) কেওয়াইসি যাচাইকরণ- বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে)।
গ) ইএমডি পরিমাণ গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে স্থানান্তর- ই-নিলাম পোর্টালে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/স্থানান্তর এর মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। সম্ভাব্য বিডাররা বিশদ বিবরণের জন্য **https://BAANKNET.com** দেখতে পারেন।

(৫) অনলাইনে জমা দেওয়া বিড ফর্মের একটি অনুলিপি, সংযুক্ত কাগজপত্র সহ, **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, চতুর্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে ফরোয়ার্ড করতে হবে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে ARD.Howrah@bankofindia.co.in -এ পাঠাতে হবে যাতে তা ২৬.০৫.২০২৬ -এর আগে পৌঁছায়।**

(৬) উপরের সম্পত্তি/সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে **ভিত্তিতে', 'যে অবস্থায় যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'কোনো দাবি ছাড়াই ভিত্তিতে'** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং বাস্তবিক দখল নিতে জড়িত সময় ও খরচ (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তির জন্য) সম্পর্কে নিজেদের অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ চার্জ সফল বিডারকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনোভাবেই কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতার জন্য এবং বাস্তবিক দখল নিতে জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) দায়ী থাকবেন না।

(৭) উপরে তালিকাভুক্ত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাংকের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। এই জনবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার এবং/অথবা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

(৮) উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদেরকে অবশ্যই **https://BAANKNET.com** -এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৯) **আগ্রহী বিডারদেরকে নিলামের তারিখের আগেই, কোনো অবস্থাতেই ২৬.০৫.২০২৬ বিকাল ০৫.০০ টার পরে নয়, উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং ইএমডি-এর পরিমাণ জমা দিতে হবে।**

(১০) **সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিডের পরিমাণের ২৫%, যার মধ্যে ইতিমধ্যে পরিশোধিত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত, অবিলম্বে অর্থাৎ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় গ্রহণের দিনেই বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।** এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসাবে সর্বোচ্চ বিডারকে ঘোষণা করা হবে যদি বিডার আইনত বিড করার যোগ্য হন।

(১১) **বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় বিড গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে) পরিশোধ করতে হবে। সফল বিডার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, বিডার কর্তৃক ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক সম্পত্তির নতুন নিলাম পরিচালনার জন্য স্বাধীন থাকবেন এবং খেলাপি ক্রেতা/বিডারের সম্পত্তি বা পরিশোধিত যেকোনো অর্থের উপর বা পরবর্তীতে যে দামে সম্পত্তি বিক্রি হতে পারে তার কোনো অংশের উপর যেকোনো দাবি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।**

(১২) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তার পরে বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।

(১৩) ব্যর্থ বিডারের ইএমডি কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।

(১৪) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং কোনো কারণ না দর্শিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় স্থগিত/পেছানো/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(১৫) সফল বিডার/ক্রেতাকেই কনভেন্স ডিড, কর সহ, প্রযোজ্য হলে পরিষেবা কর/টিডিএস সহ সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৬) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুসারে উপরের ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের অগ্রিম ১৫ দিনের নোটিশ হিসাবেও গণ্য হবে।

(১৭) আরও বিস্তারিত বিবরণ, প্রক্রিয়া সম্মতি ও শর্তাবলী ডাউনলোডের জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofindia.co.in / www.bankofindia.bank.in** দেখুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯.০৫.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

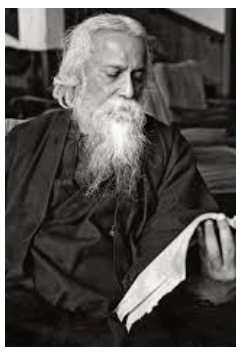

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

‘তখন কে বলে গো,
সেই প্রভাতে নেই আমি...’

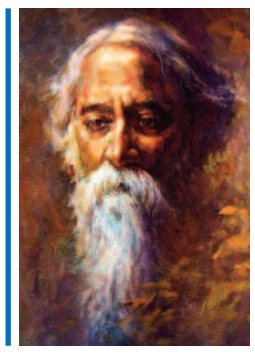

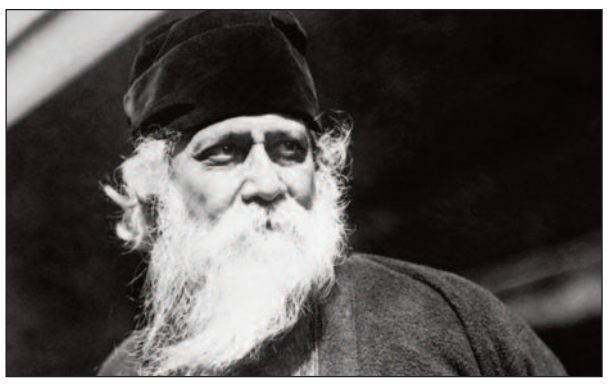

রবীন্দ্র ভাবনায় অর্ধেক আকাশ

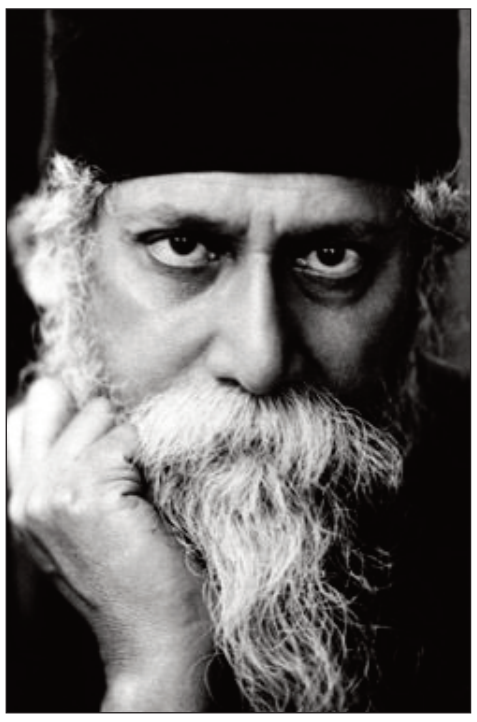

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ-এই নামটি আপামর বাঙালি জাতির শৈশব থেকে শুরু করে সমগ্র জীবন জুড়ে অপরিহার্য এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের এবং সর্বকালের চিরন্তন সত্য হয়ে থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সেকালের এবং তৎসহ একালেরও। রবীন্দ্রনাথ শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের জন্য যতটা প্রাসঙ্গিক, বার্ধক্যের জন্যও ঠিক ততটাই। রবীন্দ্রনাথ যতটা পুরুষের জন্য, ঠিক ততটাই নারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা- হতাশা, প্রেম- ভালবাসা, মানসিক দ্বন্দ্ব- প্রত্যয়, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন বিরাজমান। সাধারণ মানুষের সব ধরনের জীবনবোধের মধ্যে এই মহামানবের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারা যায়। খুব ছোটবেলায় যখন আমরা কথা বলতে শিখি, ঠিক সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাথে আমাদের পরিচয় হয় পিতা বা মাতার সাহচর্যে- ‘আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে’ কিংবা ‘কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি-বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি’ পাঠের মধ্য দিয়ে। যখন আমরা প্রথম লিখতে শিখি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরের আদলে লেখার চেষ্টার নস্টালজিয়া হয়তো অনেকেরই আছে। এই মহামানবের রচিত বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, কথা কাহিনীগুলি বাঙালি জাতির সমাজ চেতনা এবং মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে তার রচিত গল্প উপন্যাস গুলিতে তার সমসাময়িক প্রেক্ষাপট থাকলেও, যে সমস্ত নারী চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের কলমে সৃষ্টি হয়েছিল, তা সেই যুগ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রগতিশীল এবং আধুনিক। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন নারীর প্রেম ভালোবাসা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, মনস্তত্ত্ব, তার প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ এবং আত্মমর্যাদার বিশ্লেষণের

মধ্য দিয়ে, তিনি যে গল্প- উপন্যাসের কাহিনীগুলি রচনা করেছিলেন, তা আজও পর্যন্ত সমাজে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তার লেখাগুলির মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি যে মর্যাদা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছিল, তা সেই যুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যশীল এবং যুগান্তকারী। রবীন্দ্রনাথের কলমে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে নীতি নিষ্ঠ, মমতাময়ী, স্নেহশীলা, প্রেমিকা, প্রতিবাদী, দেশপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের অবিস্মরণীয় নারী চরিত্র। উনবিংশ শতকে সমাজে নারীর অধিকার প্রায় ছিল না বললেই চলে। কেবলমাত্র পুরুষের ছায়া সঙ্গিনী হিসেবেই নারীকে বিবেচনা করা হয়েছে অন্যান্য সাহিত্যিকদের কলমে। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ নারীকে স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বসম্পনা এবং প্রগতিশীল হিসেবে কেন্দ্রীয় চরিত্রে সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্র উপন্যাস এবং বড় গল্পে আমরা পেয়েছি ‘নষ্টনীড়’এর চারুলতা, ‘চোখের বালি’এর বিনোদিনী, ‘ঘরে বাইরে’এর বিমলা, ‘চার অধ্যায়’ এর এলা, ‘শেষের কবিতা’ এর লাবণ্য, ‘দৃষ্টিদান’এর কুমু, ‘যোগাযোগ’ এর কুমুদিনী, ‘গোরা’এর সুচরিতা, এবং আরো অনেক চরিত্র। ছোট গল্প গুলির ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি, ‘দেনা পাওনা’-এর নিরুপমা, ‘সমাপ্তি’-এর মৃন্ময়ী, ‘স্ত্রীর পত্র’-এর মৃণাল, ‘হৈমন্তী’-এর হৈমন্তী, ‘শাস্তি’-এর চন্দরা এবং আরো অনেক নারী চরিত্র। রক্তকরবী’-নাটকে আমরা পেয়েছি নন্দিনীকে। তৎকালীন সমাজে পণ প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ক্ষ্মদেনা পাওনাক্ষ্ম গল্পটি। শ্বশুরবাড়ির দাবি মেনে পণ না দিতে পারার দরুন বহু অপমান, লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন নেমে আসতো বিবাহিত নববধূ এবং তার বাপের বাড়ির লোকেদের উপর। এ গল্পের রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র নিরুপমাও শশুর বাড়িতে অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত এবং অবহেলিত। নিরুপমার দরিদ্র পিতা কন্যার এহেনো দুর্দশা দূর করার জন্য, নিজের শেষ সম্বল ভিটেটিও বিক্রয় করে পণের টাকা জোগাড় করেন কন্যার শ্বশুরবাড়িতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কন্যা নিরুপমা বাধা দেয় তার পিতাকে। নিরুপমা তার বাবাকে বলে, ‘তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই, আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করোনা’। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে নিরুপমার মৃত্যু হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, গর্জে ওঠা প্রতিবাদী নারী চরিত্র নিরূপমা। ঘরে বাইরে উপন্যাসের নারী চরিত্র বিমলা একজন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রমণী। চোখের বালির বিনোদিনী প্রেমময়, মর্যাদাবোধ সম্পন্ন এক নারী। বিচিত্র নারী চরিত্র স্থান পেয়েছে তার রচনা সমগ্রে। রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী ছিল মর্যাদাসম্পন্না, ব্যক্তিত্বসম্পন্না, একাধারে কোমল এবং স্নেহশীলা অপরদিকে প্রতিবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সম্মানের স্থান অঙ্কিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কলমে।

চিরবিস্ময়, বিশ্বকবির প্রেরণা ‘নতুন বৌঠান’

প্রদীপ মারিক

ভোরের আভা সবে গাছের পাতার ওপর ওষ্ঠ ছুঁয়েছে, ছাদের বাগান যেন ভরে গেছে নতুন কুঁড়ি আর ফুলে। যেন নিভৃত প্রেমের ভৈরবী মূর্ছনায় এক অনাবিল আনন্দের মুহূর্ত এসে উপস্থিত। ছাদের এই বাগান যেন কাননে কাননে কুসুমিত। নিঃশব্দ সাহস রবির মুক্ত নিঃশ্বাস কাদম্বরীর ভ্রূ পল্লবে মৃদু ছোঁয়া দিয়ে বলল, ক্ষ্মনন্দনকাননক্ষ্ম নামটা পছন্দ হয়েছে ক্ষ্মনতুন বৌঠানক্ষ্ম। বৌঠানের সারা শরীর কাঁটা দিচ্ছে, বুকটা ভয়ে যেন আরো বেশি আনন্দিত হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রথম ভালোবাসার স্পর্শ রোমাঞ্চিত লজ্জা তনয়া বৌঠান বলে উঠলেন, এত দুঃসাহস ভালো নয়। কিন্তু এ যে নন্দনকানন মর্ত লোকেরা কোথা থেকে আসবে ? জীবনের পরম কাঙ্খিত মুহূর্তে যেন ভয় ধরছে বৌঠানের। প্রানপ্রিয় রবির কেশরাশি গ্রীবার ওপরে হেলে পড়েছে। সদ্য যৌবনের রেখা তার সুপ্রকাশিত পুষ্পের মতো মুখমণ্ডলে। এমন মানুষকে হারাবার যে ভীষণ ভয় বৌঠানের। ঠাকুরপোর চোখের ভাষায় যে হৃদয় জুড়ানো দহন। এই দহনে যে পুড়ে ঝলসে গেলেও শান্তি। এই বাড়িতে রবি ছাড়া তার কেউ বন্ধু নেই। ঠাকুরপো যে তার স্বপ্নের পুরুষ, রূপ গুন গানের প্লাবনে সে যে অনন্য। ভালোবাসার অতন্দ্র লাহরী বাজিয়ে নতুন বৌঠান তরুণ দেবদুতকে খড় কুটোর মত আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। রবির চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি আর অনাবিল আলিঙ্গনের আশ্রয় যেন চাঁদের আলোয় মিশিয়ে ভাসিয়ে দেয় তাকে। বৌঠান ঠাকুরপোকে বললে, মনের মালা গাঁথা তোমার গলায় পারলাম চাঁদকে সাক্ষী রেখে। এ যে পরম মনের আশ্রয়ের ভালোবাসার বন্ধন। দুপুরে যখন খুব মন কষ্টের মধ্যে রয়েছে নতুন বৌঠান, পুরোনো কথা বাবা, মায়ের কথা মনে পড়ছে তার মধ্যেই এলো তরুণ রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার খাতা নিয়ে, নতুন বৌঠান তার কবিতার প্রথম শ্রোতা। দুপুর বেলা যখন একই খাটে পাশাপাশি শুয়ে কাদম্বরী দেবী পুরোনো কথায় কাঁদছেন, তখন প্রানের রবি বললেন কি হবে পুরোনো কথা ভেবে। ভুবন জুড়ে এত আনন্দ সেই আনন্দ উপভোগ করো। দেখবে ঝরা পাতার মত সেই পুরোনো দুঃখ সেই আনন্দ স্রোতে ভেসে যাবে। রবির হাতটা বুকের কাছে টেনে নিলেন কাদম্বরী দেবী শত দুঃখের মধ্যেও পরম অনন্দের মুহূর্ত ধরা দিচ্ছে তার বুকের মাঝে। তিনি মুহূর্তেই বলে ওঠেন ঠাকুরপো তুমি যে আমার আর কারোর নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অলীক বাবু নাটকের মহড়া চলছে। নায়ক অলীকবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নায়িকা হেমাঙ্গিনী কাদম্বরী দেবী। দুপুর বেলা নিভৃতে চলছে নতুন বৌঠান আর ঠাকুরপোর নাটকের মহড়া- ‘আমি জাগতের সমু্‌, সূর্য চন্দ্র সাক্ষী করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিব, লক্ষবার বলিব তুমি আমার স্বামী, শত বার বলিব, সহস্র বার বলিব, লক্ষ্য বার বলিব আমি তোমার স্ত্রী।ক্ষ্ম নতুন বৌঠানের অভিমানী ভালোবাসার চোখ দুটির দিকে ঠাকুরপো অতির্ময় মায়া দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। একদিন বৃষ্টির দুপুরে বৌঠান আর ঠাকুপো ভিজছে। নতুন বৌঠান এক দৃষ্টে রবিকে দেখছে। দেখছে কি সুন্দর দীর্ঘ শরীর। দীর্ঘ সিক্ত কেশদাম বলিষ্ঠ গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে। রবির চোখ দুটো মেঘলা আকাশের মায়া। উপবাসী আদর হয়ে কবি তার প্রেরণার বুকে। নতুন বৌঠান যেন চোখের ভাষায় বললেন আমাকে আদর করবে ঠাকুপো কত দিন আমি আদর খাইনি। ওষ্ঠের ওপর পরাগ রাখলো কবি। বৌঠান ভাবলো যে যাই বলুক অন্যায় তবু এই পরম আনন্দের জন্য যেন বেঁচে থাকা যায়। ঠাকুরপোর সাথে সে সাজানো নন্দনকাননে ঘুরছে হঠাৎ একটা স্বর্ণ চাঁপা ফুল তুলে বৌঠানের মাথায় গুঁজে দিলেন কবি। কবির চোখেও জল আসে তাই যে কবি লিখতে পারে, ‘আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কি পাও গো/ আমার চোখের পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো--’ কবি সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন বৌঠানের কাছে বললেন বড় খিদে পেয়েছে কিছু নিয়ে এসো। বৌঠান তখন বললেন তুমি বিলেত থেকে মেম-সাহেবদের হাতের রান্না খেয়ে এসেছো আমার হাতের রান্না খেতে কি ভালো লাগবে? রবি সেই মায়াময় হাসি হেসে বলল, ‘নতুন বৌঠান সারা পৃথিবী ভ্রমণ ভ্রমিয়া যে স্বাদ পাইনি, তোমার মেখে দেওয়া পান্তা ভাতের স্বাদ। ঠিক যেমন ছেলেবেলায় দিতে তেমন করে দাওতো চিংড়িমাছের চচ্চড়ি একটু লঙ্কার অভাস দিয়ে, আভাসটা যেন তোমার হাতের, ওই আভাস আর কেউ পারে না।’ আকাশে জমছে মেঘমালা কবি বৌঠানের উদ্দেশে লিখলেন, প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা/ তোমার রঙিন পাতায় লিখবো প্রানের কোন বার্তা। নতুন বৌঠান এই লাইন দুটো ধরেই লিখলেন, বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা/ নেই যে আমার ছলাকলা, কইতে গেলে রইবে কি তার ছলাকলা। দুপুর বেলায় নতুন বৌঠানের কাছে পাখার হওয়া খেতে খেতে কবির মনে আসে বউ ঠাকুরানীর হাট। সেই উপন্যাস পরে কালজয়ী উপন্যাস হয়ে ওঠে। ১৮৫৯ সালে ৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ হয় মাতঙ্গিনীর, ঠাকুর বাড়ির দেওয়া নাম কাদম্বরী দেবীর। শ্যাম গাঙ্গুলি আর ত্রৈলোক্যসুন্দরীর তৃতীয় মেয়ে। তাদের পরিবারের থাকা খাওয়া পুরোটাই ঠাকুর বাড়ির আনুকূল্যে। কলকাতার হাড়কাটা গলিতেই কাদম্বরী দেবীর পরিবার থাকতো। এই বাড়িটাও ঠাকুর বাড়ির দান। কাদম্বরীর ঠাকুরদা জগম্মোহনের বিয়ে হয় দ্বারকনাথের মামাতো বোন শিরোমনি সাথে। দ্বারকনাথের মামা অর্থাৎ শিরোমনির বাবার নাম ছিল কেনারাম রায়চৌধুরী। হারকাটা গলির বাড়িটা কিন্তু শিরোমনি তার বাবার কাছ থেকে পায়নি পেয়েছে কাকিমার কাছ থেকে। নীলমণি ঠাকুরের ভাই গোবিন্দরামের স্ত্রী রামপ্রিয়া কুখ্যাত বনিতা পাড়ার হাড়কাটা গলিতে শিরোমনিকে বাড়িটা দিলেন। কাদম্বরীর বাবা শ্যাম গাঙ্গুলী ঠাকুর বাড়িতেই সারা দিনের বাজার করতেন আর ফাইফরমাস খাটতেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরীর সামনে তার বাবা অর্থাৎ এই বাড়ির বেয়াই কে খাটানো ঠিক হবেনা বুঝে তাকে পাঠানো হলো ঠাকুর বাড়ির গাজীপুরের বিশাল জমিদারি দেখাশুনার জন্য। কাদম্বরীর যখন ন বছর বয়স তখন কাদম্বরী গরীব ঘরের কালো মেয়ে হয়ে গেল বিদ্বান, ঠাকুর বাড়ির অত্যন্ত গুনবান, অপূর্ব রুপবন, গানে বাজনায় লেখায় স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। কিন্তু সন্তান না হওয়ার সব অক্ষমতা পড়লো কাদম্বরী দেবীর উপর। অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ডাক্তারি পরীক্ষা হলো না। নতুন বৌঠান একদিন ঠাকুরপোকে বলছেন তোমার দাদার আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠতে পারলাম না, তিনি মনে হয়না একদিনও সুখী হয়েছেন আমাকে পেয়ে। উনি সারা জীবন থেকে গেলেন দূরের মানুষ। কোনদিন তার কাছের মানুষ হয়ে ওঠার সম্মান টুকু পেলাম না। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কেবল সাজানো। বৌঠানকে ভালোবাসলো শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী। কবি বিহারিলালকে বৌঠান একটা আসন উপহার দেন। সেই উপহার পেয়ে বিহারিলাল লেখেন, তোমার আসনখানি আদরে আদরে আনি, রেখেছি যতনে, চিরদিন রাখিব। নতুন বৌঠান, বিহারিলালের কথা রবীন্দ্রনাথকে বললে কবি আরো ভালো লিখে অনতো, আর বৌঠানকে শোনাত। বৌঠান বুঝে যায় হে কবি তুমি অনেক দূরের যাত্রী। যত তুমি এগিয়ে যাবে তত তোমার দিগন্ত রেখা মিলিয়ে যাবে। বিলেত থেকে বৌঠানের চিঠি আসতো আর তাতে লেখা থাকতো বিদেশিনীদের রূপের কথা। বৌঠান এক ঈর্ষা যন্ত্রনা অনুভব করতো যদি রবি তার না থাকে, কি নিয়ে থাকবে সে! রবির বুকের কাছে যখন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে ঠিক সেই সময় কবি নিবিড় কণ্ঠে গাইলেন, অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝার/ এই খানে বাধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার। কবিতা শুনে বৌঠান ভেবেছিল তার ঠাকুরপোর কবিতা তিনিই। কিন্তু না রবীন্দ্র গবেষকরা নানা ভাবে কাদম্বরী দেবীর অকাল প্রয়ানকে কবির বিবাহের পর বৌঠানের একাকীত্বের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, কেউ বলেন জ্যোতিরিন্দ্‌নাথ ঠাকুরের জামার পকেট থেকে নটির চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। কেউ বলেন ন দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোট্ট মেয়ে উর্মিলা ছাদের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন এবং আফিন খেতে শুরু করেন। কবির একটার পর একটা প্রেমের কবিতা সঞ্চার করলেন তার লেখিনিতে, ‘তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম, মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন...’, ‘আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো, তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো ...’ সব বিতর্কের ঊর্দ্ধে কাদম্বরী দেবী আমাদের বিশ্বকবির প্রেরণার নতুন বৌঠান। কবি তাই লিখলেন, ‘ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো- তোমার মনের মন্দিরে...’ চিরপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন নিভৃতে তার নতুন বৌঠান। ঠাকুর বাড়ির প্রাণহীন বিবাহিত জীবনে কাদম্বরী দেবী বিশ্বকবির বন্ধু, কবির প্রেম, কবির চিরপ্রেমের কবিতার প্রেরণা হয়ে রইলেন সবার অলক্ষে শত কলঙ্ক মাথায় নিয়ে।